MANASI
Supporting Mankind

LETS BE A SANTA ON 24TH DECEMBER 2018
STREETS OF KOLKATA& AROUND

IN MEMORY OF LATE MR. KINGSHUK ROY (ASSAM)

MANASI
Supporting Mankind

মানসী পত্রিকা

আজ জীবন খুঁজে পাবি তোরা ছুটে ছুটে আয়...

ছবি সৌজন্যে ঃ দেবাঞ্জন ঘোষদস্তিদার

MANASI
Supporting Mankind

EVENT FANI ON 14TH &15TH JUNE 2019
AT TULASICHAWRA VILLAGE NEAR PURI, ODISSA

DHAKURIA MANASI THE HEALING TOUCH
16/1, Selimpure Lane, Purabi Apartment,
1st Floor, Kolkata - 700 031
Website: www.manasi.org.in | Contact : 9836484145 / 9051519526

MANASI

Supporting Mankind

A Non Government Organisation

16/1, Selimpur Lane, 1st Floor, Purabi Apartment
Dhakuria, Kolkata - 700031
Mobile : 9836484145 / 9051519526

Membership Form / Donation Form Date :

For Orphan Childrens Facility of Books, Clothing, Drawing And Sports Activities

For Old Age Home Widow's food, Clothing, Medicines and Health Check-up

For Blood Donation Camp

Name : .....

Address : .....

.....

.....

City : .....

State : .....

Mobile : .....

Email : .....

Blood Group : ..... I am ready to donate blood during Blood Donation Camp Yes ☐ No☐

Membership Enrollment Fees Rs. 500/-

Yes! I want to ensure happy childhoods brighter futures (annually) Amount : Rs.3600/-

Yes! I want to ensure Old Age Home Widows brighter futures (annually) Amount : Rs. 3600/-

You can also pay membership fees as monthly Amount : Rs. 300/-

Donate for a Noble Cause Rs. .....

Cash / Cheque / Online Payment in favour of "Dhakuria Manasi The Healing Touch"

Membership / Donation **For Dhakuria Manasi The Healing Touch**

সূচীপত্র

কবিতা

১। সাধারন - মৌমিতা দাস সেনগুপ্ত
২। ক্ষত - শতভিষা মল্লিক
৩। এ মন শুদ্ধ করো - নির্মাল্য বিশ্বাস
৪। প্রতিশ্রুতি - জ্যোৎস্না রহমান
৫। বয়সের আত্মকথা - সুতপা রায়
৬। স্বপ্ন - মহর্ষি পত্রী
৭। Phrases of Life - Nebeena Mitra
৮। অন্তহীন অপেক্ষা - তাপস দাস
৯। মানুষ - দিব্যেন্দু চক্রবর্তী
১০। আজ শ্রাবণে - অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
১১। অধ্যায় বোঝা পড়া - পায়েল সরকার
১২। প্রশ্ন - আওধেশ মিশ্রা
১৩। ইচ্ছাপত্র - দেবাশিস বসু

ছোট গল্প

১। জোলো ঝগড়া - শান্তনু মিত্র
২। হামি গরীব আদমি আছি, ঈশ্বর - শম্পা চ্যাটার্জী
৩। বাসন্তী পূর্ণিমা - তাপস দাস
৪। মনুষ্যত্ব - শৌভিক পান্ডা
৫। মহুর্তকথা - শিল্পী মুখার্জী
৬। বিলাসী বিনোদিনী এবং অঘ্রায়নের অনুভূতি মালা - শুভেন্দু দেবনাথ
৭। Ext-রা - দীপান্বিতা মিত্র
৮। গোপাকে না বলা কথা - রানা পাল
৯। পারুলবালার সংসার - সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য
১০। অস্তিত্ব - শুভশ্রী সাহা
১১। Separation from War - Hrishi Raj Majumder
১২। ধ্রুবতারা - সঞ্জীব ব্যানার্জ্জী
১৩। লড়াই - দেবাশিস রায়

বড় গল্প

সবচরিত্র কাল্পনিক - সুব্রতা চক্রবর্ত্তী

ভ্রমন কথা

রাজনগরের রুপকথা - প্রলয় বসু

জ্যোতিষ কথা

তুলসী গাছের উপকারিতা - গৌরব ত্রিবেদী

শুভেচ্ছাবার্তা

১। মানবিক মানসী - ডঃ সুমন্ত ঠাকুর
২। সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা - রাজর্ষি শীল।

মনোচিকিৎসা

বয়সকালের মনের কথা - ডঃ তনয় মাইতি

রান্নাবাটি

১। পেঁপের দুধশুক্তো - সাঁঝবাতি সেন
২। পটলের মিষ্টি - মৌসুমী সেনগুপ্ত

অঙ্কন বিভাগ

রায়ানের আঁকা - ছোট্ট বন্ধু মানসী
দীপমালার আঁকা - ছোট্ট বন্ধু মানসী
লুনা মজুমদার - সদস্যা মানসী, ঋষিরাজ মজুমদার - ছোট্ট বন্ধু মানসী

মানসী পত্রিকা ২০১৯

সম্পাদকীয় - **লিপিকা ঘোষদস্তিদার**
প্রচ্ছদ অলংকরন, সমগ্র পরিকল্পনা - **লিপিকা ঘোষদস্তিদার, লুনা মজুমদার**
প্রচ্ছদ চিত্র - **দেবাঞ্জন ঘোষদস্তিদার**
রঙিন চিত্র অলংকরন - **লিপিকা ঘোষ দস্তিদার**
অলংকরন - **লুনা মজুমদার**

মানসীর পরিচালন সমিতি ২০১৯

সভাপতি - **লিপিকা ঘোষদস্তিদার**
সহ-সভাপতি - **শান্তনু বোস**
সম্পাদক - **অনিরুদ্ধ ঘোষ**
কোষাধক্ষ্য - **দেবাশিষ বসু**
কার্যনির্বাহী সমিতি - দেবাঞ্জন ঘোষদস্তিদার, দেবাশীষ ঘোষদস্তিদার, পূজা রায়, সুজন সরদার, বৈশালী সেন (মিমি) নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, মৌসুমী বোস
সহায়ক কার্যনির্বাহী সমিতি - বৈশালী ব্যানার্জী, লুনা মজুমদার, রিয়া দেব, পায়েল সরকার
অন্যান্য সদস্য - স্বপন দত্ত, দেবাশিস রায়, মহর্ষি পত্রী, পূজা ঘোষ, লিসা ঘোষ, রত্না চৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, প্রবীর দাস, কীর্তি পাটিরা।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

লিপিকা ঘোষ দস্তিদার

সমাজ সেবায় 'মানসী দ্যা হিলিং টাচ' আজ সুপরিচিত নাম, আমাদের সদস্যরা দুঃস্থ ও অসুস্থ অসহায় মানুষের পাশে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। আমাদের সাধ ও স্বপ্ন অনেক কিন্তু সাধ্য খুবই সীমিত। সরকারী বেসরকারী বা আধা সরকারী কোনরকম সাহায্য ছাড়া শুধু বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী ও সভ্যদের অনুদানে মানসী অক্লান্ত পথ চলেছে। আমাদের সীমিত সাধ্য নিয়েও তাই আমরা কখনো বারাসাতে অনাথ আশ্রম, কোন্নগরের বৃদ্ধাশ্রম, আবার কখনো কালিঘাট নিষিদ্ধ পল্লির শিশুদের তো কখনো ঢাকুরিয়া রেল কলোনি বস্তি এলাকায় পৌঁছে গেছি সাহায্য নিয়ে। বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের সরবরাহ করেছি প্রানদায়ী ওষুধ, শিশুদের জন্য পড়াশুনার ব্যবস্থা তো কখনো নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। নিষিদ্ধ পল্লির শিশু ও অনাথ আশ্রমের শিশুদের সাথে রাখী ও বিজয়া সম্মিলনী শিশুদিবস পালন করেছি। আবার এই সব শিশুদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করে তাদের সৃজনশীল সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে উৎসাহ দিয়েছি। কখনো রক্তের প্রবল চাহিদা কে পূরন করতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন ও করেছি। ২০০৬ থেকে ২০১৯ মানুষের সেবায় মানুষের পাশে থাকার মানসীর এই নিরলস (প্রয়াস) প্রচেষ্টা চলেছে।

মানসীর সদস্যরা 'ফনি' বা 'আয়লার' মতন প্রাকৃতিক দূর্যোগের পর ও আপৎকালিন ব্যবস্থা স্বরূপ ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে। জীবন দায়ী ওষুধ, খাবার, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জামাকাপড় সব কিছু মানসীর সদস্যরা যথাসাধ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে। তাদের বিপদে আমরা পাশে থাকতে পেরে ধন্য। কারন আমরা বিশ্বাস করি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস আর আমরা সেই ঈশ্বরের সেবায় বার বার ব্রতী হয়েছি।

এই সমস্ত পরিষেবার জন্য প্রতিটি সদস্য ও সদস্যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। বিন্দু বিন্দু করেই সিন্ধু হয়। প্রতিটি সদস্য তাদের সাধ্যাতীত সচেষ্ট হওয়াতে মানসী আজ মানুষের সেবায় এতটা পথ অতিক্রম করতে পেরেছে। সব সদস্য ও সদস্যাদের ঐকান্তিক চেষ্টাকে মানসী কৃতজ্ঞতা জানায়।

আর মানসী কৃতজ্ঞ সেই সমস্ত শুভাকাঙ্খীদের কাছে যারা সমাজে বিভিন্ন পেশায় বা স্বক্ষেত্রে ব্যস্ত ও বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও মানসীর ডাকে বার বার সাড়া দিয়ে আমাদের সবরকম প্রয়োজনে পাশে থেকেছেন। মানসী তরফ থেকে আমরা সমস্ত শুভাকাঙ্খী বন্ধুদের ভালবাসা ও আশীর্বাদকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। যাদের সহৃদয় সাহায্য ছাড়া আমরা পথ চলতে অক্ষম। তাদের সক্রিয় সর্মথনে আমরা বার বার ঋদ্ধ হয়েছি।

এই পত্রিকাটির যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগ বন্ধুই পেশায় লেখক নয়। তারা সমাজে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত যথেষ্ঠ বিখ্যাত ও ব্যস্ত। তবু আমাদের অনুরোধে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য অনুদান সংগ্রহ সূচক পত্রিকাটিতে তারা লিখেছেন। তাদের মূল্যবান সময় আমাদের এই পত্রিকাটি-র পাতায় পাতায় রয়েছে। এরা কেউ স্বনামধন্য চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, চলচিত্র পরিচালক, জ্যোতিষজ্ঞ, সাংবাদিক, চিত্রগ্রাহক, ভাস্কর, নাট্যজগতের মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, গৃহবধু, ব্যবসায়ী - এরা সবাই মানসীর ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের ব্যস্ততম সময় থেকে সময় বার করে লিখেছেন, তাদের সেই লেখা নিয়ে আমাদের মানসীর রামধনু রঙের ফুলের তোড়ার ন্যায় এই পত্রিকাটি। পত্রিকাটি-র প্রতিটি লেখায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উপলব্ধি। পত্রিকাটি কে মানসীর তরফ থেকে বহু আশা ও ভালবাসা নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা কেউই প্রকাশনা বা লেখা পেশায় যুক্ত নই। তাই যাবতীয় ভুল ত্রুটি পাঠক নিজ গুনে ক্ষমা করবেন। শেষ পর্যন্ত পাঠক দের বিচারই শেষ কথা। তাই পাঠকের এই পত্রিকা মনোগ্রাহী হলে আমাদের সকলের মিলিত পরিশ্রম সার্থক হবে।

সবাই ভাল থাকবেন। আর পাশের মানুষ দের ভাল রাখার চেষ্টা যেন আমাদের থাকে। ভাল থাকুন, ভাল রাখুন।

শুভেচ্ছান্তে

লিপিকা ঘোষ দস্তিদার

সভাপতি মানসী।

প্রতিশ্রুতি

জ্যোৎস্না রহমান

মেয়েটির ভীষণ রকম বায়না ছিল
ফুল ফোটানোর
যত্ন করে রোজ গাছের গোড়ায় জল ঢালত
আর একটি করে অপেক্ষা
মরা প্রজাপতির মতো লুটিয়ে পড়ত পায়ে।
একদিন হঠাৎ গাছটি দেখতে পেল
মেয়েটির ঠোঁটে সদ্য ফোটা কুঁড়ির মতো
ফুটে আছে মোনালিসার রহস্যময় হাসি
আর তখনি গাছটির কুয়াশাময় চোখে
টেনে দিল ভালবাসার ছোরমা,
সৃষ্টি হল ঐশ্বরিক মুহূর্ত,
তারপর, নতজানু হয়ে মেয়েটির খোঁপায় গুঁজে দিল
ফুল ফোটানোর প্রতিশ্রুতি।
মেয়েটি আজ জোনাকির বুকে রাত পুড়িয়ে
ভোরের তাওয়ায় স্বপ্নকে এপিঠ ওপিঠ সেঁকে নেয়

FEW WELL WISHERS WHO SUPPORTED OUR MISSION

Mr. Naaz Hashmi

Mr. Udit Narayan

Mrs. Jayati Chakraborty

Mrs. Sujata Mukherjee

Mr.Tamanash Dutta

Mr. Debasish Roy

Mrs. Sreyashi Ghosh Bhattacharyya

Mrs. Ruma Banarjee

With Best Compliments from

OPTICAL PALACE

34 Gariahut road South
Kolkata 31
Phone : 2499 0849

তারপর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে,
''ভোরের স্বপ্ন সত্যি হওয়ার বদ্ধমূল ধারণা থেকেই কি
এক একটা প্রতিশ্রুতির জন্ম?''

কবি পরিচিতি - মূলত কবি হলেও গল্প লেখাতেও সাবলীল। ডিজিটাল ওয়ান্ডারল্যান্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তাঁর লেখা 'কৃত্তিক বেলি' গল্পটির জন্য পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকের পুরস্কার। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''মন পেরোলেই ঘর'' পাঠক মহল সমাদৃত হয়েছে।

এ মন শুদ্ধ করো

নির্মাল্য বিশ্বাস

তোমার ব্রহ্মকমল পায়ের পাতায়
আমার যত প্রেম ছিল
সব নদী হয়ে গেছে।
তুমি কি জানো
ক' ফোঁটা বৃষ্টি জমলে
মন নদী হয়।
নদী হয় মহানদী?
চাঁদ কাটে আলপনা
জোছনার আকাশে
মন কেনো আনমনা
জল ভরা বাতাসে?
কোন বসন্ত পূর্নিমার রাতে
সমুদ্রও ঘুমিয়ে পড়ে মহানদীর বুকে?
আমি তো পূজার ফুল খুঁজতে
মাঝ দরিয়ায় নৌকা ভাসিয়েছি
আর তুমি আগুন জ্বালাবে বলে
কাঠের দাঁড়টুকু চেয়ে নিলে!
ও মন, এ বুকে দহন জ্বালো
আরো নিঃস্ব করো, রিক্ত করো
তোমার পূজার হোমে শুদ্ধ করো।
কবি পরিচিতি - সাহিত্য কর্মী। সম্পাদক রেওয়া পত্রিকা।

বয়সের আত্মকথা

সুতপা রায়

অবসরের অভিযোগ করিনি কখনো
সংসার মঞ্চে অভিনয়ের অবকাশ
পরিনত করেছে মন।
ব্রাত্য হয়েও মেনে নেওয়ার ঠিকানা
খুঁজে চলা অহরহ,
উপেক্ষার যন্ত্রনা নিয়েও
বেঁচে থাকার অমোঘ জীবনবোধ।
এ যেন এক নির্জন অভিযাত্রীর
প্রতিদিন পৃথিবীর ভোর দেখার অভিলাষে
স্বপ্ন দেখা মনের অক্লান্ত অন্বেষণ
অবসাদের বিলাস মেঘে
টেনে চলেছি হাজার অন্ধকার
আলোর সন্ধান কি মৃত্যুতে?
সে হাতছানি ও এক পরম বিস্ময়
দেহাতীত মন তো শুধু খেলা করে
বুকের ভিতর পাথরচাপা বিষন্নতা
ডানা ঝাপটিয়ে প্রতীক্ষায় মরে
কবি পরিচিতি - মূলত গৃহবধূ হলেও লেখা, অভিনয় ও সমাজসেবায় দক্ষ একজন মানুষ।

স্বপ্ন

মহর্ষি পত্রী

আয় তুই আয় সহজভাবেই বলতে
আয় তুই আয় নাচতে এবং গাইতে
আয় তুই আয় সবুজ মাঠের ফুটবল
কিংবা ক্রিকেট অথবা পিট্টু খেলতে।
আয় তুই আয় আবার ঝগড়া করতে
আয় তুই আয় আবার ঝগড়া ভুলতে;
আয় তুই আয় হারানো সে জাল বুনতে

আয় তুই আয় আবার পেয়ারা পাড়তে।
ঝড় এলে তুই চলে আয় আম কুড়োতে
দাব দাহে চল পুকুরেই যাবো নাইতে
বকুনিও খাবো আচারের শিশি খুঁজতে
মেলাতেও যাবো টুকটাক কিছু কিনতে।
আয় তুই আয় না হলে এসব হবেনা বলেই ভবছি
শৈশব গেছে কবে তোর সাথে ঘুরতে
বয়সের জালে চক্রব্যুহেই ঘুরছি
এরপর যাবে হঠাৎ কখনো পুড়তে।
দুপুর গড়িয়ে সকাল কখন সন্ধে
আমি থেকে যাই দরজা খোলা বা বন্ধে
কলিংবেল এর চেনা তাল লয় ছন্দে
বিরোধ এবং মিলনের চেনা দ্বন্দে।
আয় তুই আয় খোলা ছাদে আয় ওড়াতে
চেনা ঘুড়িগুলো যত্নে রয়েছে সাজানো
কড়া মাঞ্জার সুতোকে লাটায়ে জড়াতে
নিজেকেও যেন ঘুড়ির মত-ই ওড়ানো।
আয় তুই আয় বাগবাজারের চেনা জেটিতে
ঘটি গরমের সাথে লেবু চা-য় জমবে
আড্ডা এবং কবিতায় গানে জমাতে
পুরনো দিনের সবকিছু মনে পড়বে।
একটি জীবন চেনা ছকে থাকে বন্দী
একটি জীবন ছকে নয় অভ্যস্ত,
একটি জীবন সময়ের সাথে সন্ধি
একটি জীবনে সময়-ই অনভ্যস্ত।
একটি চিঠিতে খুঁজে নেওয়া যাকে শক্ত
একটি শব্দে লুকিয়ে থাকার শর্তে,
একটি গোলাপে কাঁটা বিঁধলেও রক্ত
হয়তো চোখের জলেই ভাসতে ভাসতে।
আয় তুই আয় রাস্তা পেরিয়ে এদিকে
হুইল চেয়ার, ক্রাচ ভুলে আয় হাঁটতে
ওপারে রাস্তা বাঁক নেয় নিক ওদিকে
আমরা শিখেছি স্মৃতিকেও ভালোবাসতে।
কিছু পাতা ঝরে কালের নিয়মে শুকিয়ে
নতুন পাতার ভোলায় গাছের দুঃখ;
স্মৃতির সেতুটি দেখো একবার পেরিয়ে
সময় সেখানে আদৌ তো নয় রুক্ষ।
আয় একবার আম আঁটির ভেঁপু বাজাতে
রথের মেলায় পাঁপড় জিলেপি চাখতে,
চেনা কার্টুনের হরেক মজায় মাততে
অঙ্ক খাতায় পেন্সিল দিয়ে আঁকতে।
হিসেবনিকেশ ছেড়া তমসুকে থাক বন্ধ
শুধু অর্থেই মাপে যারা সব শব্দ,
তারা আজ সব নানান বর্ণে জব্দ
লেখে কি হিসেব প্রেমের জন্য অব্দ?
আয় তুই আয় আমার উঠোনে ভিজতে
জমা জলে যাবে কাগুজে নৌকা ভাসানো,
তেপান্তরেও অভিযোজনের শর্তে
পক্ষীরাজকে মেঘ থেকে মেঘে ওড়ানো।
ঠাকুমার কাছে চুপ করে বসে গল্প
শোনার মজাটা ছিল একদম আলাদা;
সেখানে আবেগ গড়েছে সে রূপকল্প
তার সাথে ছিল ঘনাদা, টেনিদা, ফেলুদা।
এভাবেই থাকি আমি সে বৃত্তে ঘুরতে
বায়োস্কোপের বাক্সে দুচোখ রাখতে,
আয় তুই আয় আমারি সংগে ফিরতে
হাওয়া মিঠাইয়ের সেই লোকটাকে খুঁজতে।
যেই হরিদাস বুলবুলভাজা বেচতো
টিফিনে পয়সা জমিয়ে তাকেই খুঁজতাম,
নানা আচারের নানা উপাচারে সাজতো
যদি সেই দিনে আবার ফিরতে পারতাম?
যার কেউ নেই তার সাথে তুমি থাকবে
কেননা হয়তো তার তোমাকেই প্রয়োজন,
এভাবে জীবন আগামী সে কাল আঁকবে
আজ তুমি তার করে যাও আয়োজন।

কবি পরিচিতি - কবি একাধারে সি.আই.ডি, ওসি(কম্পিউটার)
অন্যদিকে সুলেখক, চিত্র - শিল্পী, বাচিক শিল্পী।

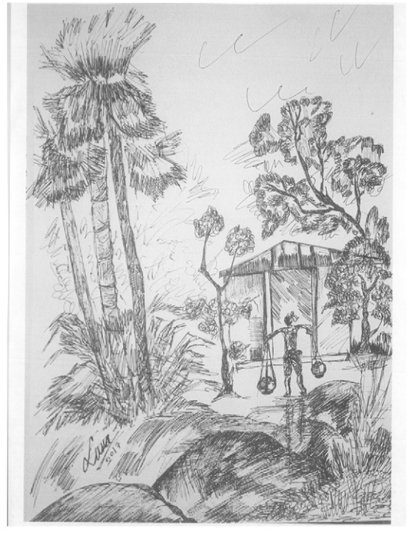

With Best Wishes From

Kishalaya Nursery
And K G School

MADHYAMGRAM

With best wishes

From

Tanmoy & Meghna

অন্তহীন অপেক্ষা

তাপস দাস

কবে যেন কথা হল
দেখা হবে সন্ধ্যায়,
সেদিন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম
অপেক্ষার রাস্তায়।।
এমনই করে দিন কেটে যায়
বছর মাস সাল,
বসন্ত তো পেরিয়ে গেল
এখন বৈশাখ।।
আবার যদি দেখা হয়
তোর সাথে আমার
চোখের দিকে তাকিয়ে বলবো
তোকে দেখায় চমৎকার।।

কবি পরিচিতি - আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর এবং সুলেখক ও সুগায়ক।

মানুষ

দিব্যেন্দু চক্রবর্তী

ছোট্ট মেয়ে আজসকালে জিজ্ঞাসে মোর কাছে
ভাইফোঁটার ই মত বাবা, বোন ফোঁটা কি আছে?
যমুনা দেয় যমকে ফোটা দীর্ঘায়ুর ই তরে
যমুনা যদি না পায় ফোঁটা, একদিন যাবে মরে।
তখন ভাইয়েরা বাঁচবে কিসে? বোন যদি না থাকে
ভগবান যেন ভাই এর পাশে বোনফোঁটাও রাখে।
জামাই ষষ্ঠী দেয় শাশুড়ি, জামাইয়ের ভালো হয়
শ্বাশুড়ির ভালোর জন্য জামাই, কোন ব্রত কথা কয়?
রাখীর দিনে দাদার দুহাত ভরে রাখী আছে
দুটি হাত ভরাবালা আমার, রাখী নেই মোর কাছে।
তবু ও ভালো, মোদের দেশে কবি গুরুর হাত-ধরে
দুই বাঙলার মানুষ আজো রাখী বন্ধন করে।
উত্তর দিতে পারিনি তাকে, বলিনি আর এক কথা
পুরুষ জাতির হয়না, নারীর গর্ভ যন্ত্রনার ব্যাথা।
পুরুষ নারীএকে অপরের, পরিপূরক হয়ে
সম্মান আর ভালোবাসায় চলুক একই স্রোতে বয়ে।
পুরুষ ছাড়া নারী অচল, নারী ছাড়া পুরুষ।

লেখক পরিচিতি - প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত শিল্পী

আজ শ্রাবণে

অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী

১৬ই অগষ্ট ২০১৯
শ্রাবণ ধারায় দেয় ভাসিয়ে
আঁধার মেঘের নাও,
গর্জনে তার হৃদয় নাচে
কোন সুদুরে ধাও!
ভাসিয়ে নাওয়ের কান্ডারী ঐ
বন সবুজে ভাসে,
তাঁথৈ তাঁথৈ ঢেউয়ের নাচন
দুলছে ঘাসে ঘাসে।
পথিক ওগো পায় না খুঁজে
পথের দিশা আজ,
কর্মব্যস্ত সকল মানুষ
ভুলেছে সব কাজ!
কেউ বা সুখে কেউ বা দুখে
বর্ষা জলে ভাসে,
নতুন রূপে নতুন সাজে
মেঘবালিকা আসে!
দুঃখ-সুখের মাতন লাগে
শ্রাবণ ধারার সুরে,
মন চলে যায় অজান্তে তাই
সেকোন অচিন পুরে!

পরিচিতি - প্রখ্যাত সমাজসেবক, প্রত্যুষের জনক।

অধ্যায় বোঝাপড়া

পায়েল সরকার

জীবনের অধ্যায় পেরতে গিয়ে;
অনেকবার মুখ থুবরে পড়েছি।
অনেকবারই মনে হয়েছে
এ কোন গভীর খাদ, যেখানে আমি তালিয়ে যাচ্ছি
অন্ধকার এ হাতড়ে বেড়িয়েছি
বেঁচে থাকার অন্ধকূপ থেকে বেড়োনোর চাবি,
উঠে দাঁড়িয়েছি।
আবার মরিচীকার দিকে চলতে গিয়ে;
হোঁচট্ খেয়ে পড়েছি
আজ যখন কোনো খাদে পড়ি,
তখন আর ভয় হয়না।
জীবনের অধ্যায় আমায় শিখিয়ে দিয়েছে,

অন্ধকারে আলো দেখা।
এখন ভাবতে ভালোলাগে -
আমি অনেকটা জেনেছি আমার জীবনের বোঝাপড়া।
আগামীকে তাই আহ্বান জানাই -
দূর্গম থেকে দূর্গমতর আমি চলব একা।
পরিচিতি - সদস্যা 'মানসী'। স্কুলশিক্ষিকা, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী।

স্বপ্ন

আশুতোষ মিশ্রা

জানো?
প্রতিটি মুহূর্ত
চোখের তারায়,
হারিয়ে দি,
ফিরিয়ে দি,
শুধু আরো একটা জীবন,
আরো একটা স্বপ্ন
আবার পাবো বলে
হারিয়ে যেতে যেতে
পথের নিশানাও উধাও,
তখনো,
মাঝি হতে ইচ্ছে করে
ইচ্ছে করে হাল ধরতে,
ইচ্ছে করে পাল তুলতে
তারপর,
সব ভিড়ে, সব হারিয়ে,
মিশে যেতে, এক আগন্তুক হয়ে।
জানি,
এর পর আর কোনো
কাহিনী হতে পারে না,
হতে পারি না 'নায়ক',
তবু তো ভিলেন বেঁচে আছে,
আমাদের সেতু হয়ে।।
তাই আহবায়ক আমি,
বিগত থেকে আগত সময়ের।
আগামীর স্বপ্ন মেখে দুচোখে
বারুদের গন্ধ মুছে পৃথিবীকে করি আপন।।

পরিচিতি - মূলত বাংলার বাইরে জন্ম ও কর্মজীবন হলেও বাংলায় লেখা ভালবাসার জন্য। চাকুরীজীবি, লেখায় উৎসাহ থেকেই বাংলা কবিতা লেখা।

জেলো ঝগড়া

কিছু কিছু মানুষের সাথে কথা বলতে বা আড্ডা মারতে মারতে কখন যে ঘড়ির কাঁটা রাতের বেলায় টুক টুক করে ক্যালেন্ডার এর পাতা বদলে দেয় সেটা আমার কখনো জানবার যোগাড় হতো না, যদি না আমার সঙ্গে কমলেশজীর চলন্ত ট্রেনের কামরাতে ঝগড়া হতো।

বারানসী থেকে ট্রেনে উঠেছি, আমার গন্তব্য হাওড়া। এ সি টু টিয়ারে সাইড লোয়ার বার্থে দিব্য আলো জ্বেলে গায়ে চাদর টেনে বই পড়ছি। মাঝে একটা কি দুটো স্টেশন পড়লো, আমার তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু কিছুক্ষন পরে একটা স্টেশন আসতেই শুরু হলো, চিৎকার চেঁচামেচি হৈহৈ। জানলাম এটা দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন অর্থাৎ আগের মোঘলসরাই। সেখানের থেকে উঠলেন এক দশাশই চেহারার ব্যাক্তি। তিনি আমার ওপরের বার্থের প্যাসেঞ্জার। তাঁর সঙ্গের লটবহরটির বহরো তারই মতো। তিনি সেই মালটি সিটের নিচে গুঁজতে গিয়ে প্রথ মে আমার সিটের নিচে জুতো টাকে দিলেন গুঁজে। তাতেও তিনি অসফল হলেন লটবহরের সীটের নিচে স্থান সংকুলান করতে, তাই কমন প্যাসেজে দিলেন সেই টাঁউস ব্যাগটিকে দাঁড় করিয়ে। যা আমার যাতায়াতের শুধু নয় অন্যদের ও চুড়ান্ত অসুবিধা সৃষ্টি করতে লাগল। ওই দৈত্যকার লোকটি আমার পায়ের গোড়ায় বসে বসে অনর্গল ঝগড়া করে চলেছেন একের পর এক লোকের সাথে। এবার আর না পেরে আমিও অধৈর্য হয়ে গেলাম এবং জানতে চাইলাম যে এভাবে কতক্ষন উনি বসে থাকবেন আর লোকের সঙ্গে খিটিরপিটির করে যাবেন। তাঁর উত্তর এলো যতক্ষন না ওনার ঘুম আসবে। আমি সেটা শুনে তেড়ে ফুঁড়ে উঠে পরলাম ''মানে?''; বলে কি লোকটা? খুব শান্তভাবে বললেন ''আরে আপনি এতো খেপছেন কেনো? আপনি জানতে চাইলেন বলে তো আমি উত্তর দিলাম। আর একদম সাচ উত্তর দিলাম। যে ঘুম এসে গেলে তো আর আমি বসে ও থাকবোনা আর ঝগড়া করবোনা। এই ল্যাগেজটা কাটিয়েই লোকজন আসা যাওয়া করবে। বড়জোর একটু উঁ আঁ করবে কি দু একটা কথা বলবে।''

এবারে আমি একদম লোকটার অন্ধ গুনগ্রাহী হয়ে পড়লাম যে এতো সহজে সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলে দেওয়া শুধু নয়, রীতিমত ধারনাকে বদলে দেবার ও ক্ষমতা রাখে। প্রথম জানলাম কতদুর যাবেন এই ট্রেনে। অম্লান বদনে বললেন ''আসানসোল''..... এবং চেষ্টা করবেন ঘন্টা তিনেক ঘুমানোর। পরের প্রশ্ন ছিলো আমার আসানসোল শুনে - আপনি কি ওখানেই থাকেন? উত্তর হলো না। উনি ঠিক নিজেও জানেন না, ওনার বাড়ি ঠিক কোথায় এখন। উনি পেশাগত ভাবে কাপড়ের দালাল, ওনার ফোনে ফোনে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে কাজ চলে। ওনার একমাত্র নেশা হচ্ছে সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে ক্রিকেট খেলা দেখার। শুনে চমকে উঠনাম যে উনি ''গলি ক্রিকেট'' বা ''পাড়া ক্রিকেট'' টাই দেখতে পছন্দ করেন। ওই স্টেডিয়ামে বসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ক্রিকেট হাসাহাসি করছে। কে একটা খাতার মলাটে বড় কাক এঁকে এনেছে।

বাড়িতে ওর মা-বাবা কেউ ওর এই সমস্যাটিকে গুরুত্ব দেন না। বলেন, ও বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ও বেশ বুঝতে পারছে, ও হেরে যাচ্ছে। কিছুই আর ভালো লাগছে না। টুকটাক দোকান বাজার, সাইকেল সারানো এসব কাজে কাজলের খুব আগ্রহ ছিল। সেসব কাজ পড়লেই ওর এখন আতঙ্ক হয়। ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখে, চার দিকে সবাই ওকে দেখে কা কা কা করে ব্যঙ্গ করছে। ওর মধ্যে আঁকার ইচ্ছাটাও হারিয়ে যেতে থাকে।

কাজল এখন কি করবে?

লেখক পরিচিতি - সদস্য মানসী, সরকারী কর্মচারী,

সঙ্গীত শিক্ষার্থিদের উদ্দেশ্যে বার্তা

রাজর্ষি শীল

আমি লিখতে পারি না। কারন আমার কাজ সঙ্গীত সৃষ্টি করা। কিন্তু সেটা শব্দে বোঝানো টা জানি না। আমার মনে হয় সুর এমন একটা সৃষ্টি যার সাথে আর কিছুর মিল নেই। আমার এই চল্লিশ বছরের সঙ্গীত মুখর জীবনে আমি শিখেছি জানার চেষ্টা করেছি। প্রয়াত শ্রী সলিল চৌধুরী যাকে সলিল মামা বলতাম সেখান থেকে আমার মার সাথে চলতে চলতে যে উপলব্ধি হয়েছে, তারপর নিজের জীবনে যাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে হরিহরনজী থেকে শুরু করে কবিতা কৃষ্ণমূর্তি জী, অলকাজী, সেলিম মার্চেন্ট, নচিদা, বিক্রমদা আমার শেখার জায়গাটা শুধুই উচ্চতর হয়েছে। তাই আমি সবাইকে বলব যারা সঙ্গীত চর্চা করছ বা সঙ্গীতকে পেশা হিসেছে গ্রহণ করতে চাইছ তারা যতটা সম্ভব ভালো করে শেখো কারন শেখার কোনো শেষ নেই - তাই জীবনে শিক্ষাটা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।

পরিচিতি - প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী।

পেঁপের দুধশুক্তো

উপকরণ - কাঁচা পেঁপে ১টা (ছোট সাইজের), দুধ ১ কাপ, কালোসর্ষে বাটা ২ টেবিল চামচ, রাঁধুনি বাটা ১ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ১ চা চামচ, সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ

প্রণালী ঃ- প্রথমে পেঁপে মোটা করে খোসা ছাড়িয়ে পাতলা কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে এবং তারপর সেটা পরিমাণ মতো জল দিয়ে তাতে সামান্য নুন দিয়ে ফুটিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এরপর পেঁপে সেদ্ধ হয়ে গেলে জল ঝরিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে। কাড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে তাতে পাঁচফোড়ন দিয়ে সর্ষেবাটা দিয়ে হালকা নেড়ে নিতে হবে। তারপর তাতে সেদ্ধ পেঁপে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে তাতে স্বাদমতো নুন ও দুধ দিয়ে ভালো করে নেড়ে ঢাকা দিয়ে ফোটাতে হবে, কিছুক্ষণ, ঝোলটা একটু গাঢ় হয়ে আসলে তাতে চিনি ও রাঁধুনি বাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে ঢিমে আঁচে রাখতে হবে ১০ মিনিট। তারপর তাতে ঘি মিশিয়ে নামিয়ে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করতে হবে।

লেখক পরিচিতি - নমস্কার সকলকে ... আমি সাঁঝবাতি সেন, থাকি বসিরহাট, আমার নেশা ও পেশা দুটোই রান্না।

পটলের মিষ্টি

প্রথমে বড় পটল নিতে হবে কয়েকটা। এবার পটলের খোসা গুলো ভালো করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এবার পটলগুলি সামান্য চিরে ... পটল থেকে বীজগুলো বের করে নিতে হবে। পটলগুলি সামান্য ভাপিয়ে ... চিনির রসে ফেলতে হবে। সবশেষে ... ঐ চিনির সিরায় ফেলা পটলগুলির মধ্যে ... খোয়াক্ষীর/আমন্ড বাদাম/ কাজু / কিসমিস দিয়ে একটা পুর বানিয়ে ... পটলের চেরা অংশ টায় ভরে দিতে হবে । ব্যাস হয়ে গেল পটলের মিষ্টি বা মোরব্বা। অপূর্ব এই মিষ্টি, যা বানানো অতি সহজ।

পরিচিতি - মৌসুমী সেনগুপ্ত, পেশা - গৃহবধু, হবি - ঘর সাজানো আর সুন্দর সুন্দর রান্না করে সবাইকে পরিবেশন করা।

firing took place at Indo-Pak borders. Soldiers from Pakistan were constantly trying to enter India.
The Indian army fought back and resisted Pakistan's force. But in between all this, the girl had been saperated from her father!
Zaira begins to weep.
Hrishiraj Majumder
Student, College

ইচ্ছাপত্র

দেবাশিস বসু

আমি মারা গেলে আমায় দাহ করো না।
অঙ্গীকার থাক মরনোত্তর দেহদানের।
আমি তো এমনিতেও অর্ধমৃত।
তুমি নিজের খেয়াল খুশিতে
বারবার আমার বিনির্মান করছো।
ইচ্ছা, স্বপ্ন, ভালোবাসা আর প্রত্যাশাগুলোকে
ভাঙ্গঁতে, ভাঙ্গঁতে,
দিনে দিনে হয়ে উঠছি বটগাছের বনসাই।
আমাদের বাড়িটাও একদিন ভাঙা পড়বে জানি।
তুমি মনের আনন্দে গড়ে তুলবে তোমার নতুন খেলাঘর।
শুধু, একটা আর্তি রইলো।
আমি মারা গেলে শ্রাদ্ধ করোনা আমার।
নাস্তিক হয়ে বাঁচছি এতদিন।
নাস্তিক হয়েই যেন থেকে যাই।
নিঃস্বার্থ মানুষের স্মৃতিতে।

লেখক পরিচিতি - ফাউন্ডার সদস্য মানসী, কোষাধক্ষ্য, একটি বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াই

লড়াই

দেবাশিস রায়

ছেলেটির বয়স আর কত? এই ধরো তোমাদের মতোই হবে। বছর চোদ্দো পনেরো। ক্লাস নাইনে পড়ে। ওর ভাই ক্লাস সেভেনে। একই স্কুলে। কাজল আর সজল। পিঠোপিঠি। বছর দুয়েকের বড় ছোটো।

আজকাল কাজলের আর স্কুলে যেতে ভালো লাগে না। পড়াশোনার মাথা যে খারাপ তা নয়। ক্লাস করতে ওর ভালোই লাগে। আঁকার হাতও খুব ভালো কাজলের। প্রতি বছর স্কুলের ম্যাগাজিনে আঁকা দেয়। ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে হেড স্যার খুব প্রশংসা করেন। পুরস্কার দেন। সবাই হাততালিতে ঘর ভরিয়ে দেয়। প্রধান অতিথি কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেসা করেন, কি যেন নাম তোমার?

কাজল চুপকরে থাকে। পাশ থেকে টিচার বলে দেন, কাজল সর্দার।

সজল পেয়েছে আবৃত্তির পুরস্কার। নিচু ক্লাসে পড়ার সময় দুই ভাই একসাথে আবৃত্তি করতো। ইদানিং কাজল আর উৎসাহ পায় না। কবিতার পংক্তি গুলো মনে মনে আওড়ায়।

এইট থেকে নাইনে ওঠার পর, ক্লাসে নতুন স্যার এসেছেন। রোল কল শুরু হয়েছে। থার্টি ওয়ান, থার্টি টু...। কাজলের থার্টি এইট। ওর বুকের মধ্যে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায়। দমবন্ধ করে মন শান্ত করে অপেক্ষা করে, ওর রোল কল হলেই, "উপস্থিত" বলতেই হবে।

থার্টি সেভেন...

প্রেজেন্ট স্যার।

থার্টি এইট

কাজল উঠে দাঁড়ালো।

রেজিস্টার থেকে চোখ না তুলে, ক্লাসটিচার আবার ডাকলেন, থার্টি এইট!

কাজলের মুখ দিয়ে কথা সরছে না, চোখ দুটি বিস্ফারিত।

স্যার চোখ তুলে ডাকলেন। কাজল'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন - নাম কি?

কাজল বিবর্ণ মুখে বলার চেষ্টা করলো,

কা-কা-কা..

সারা ক্লাসের দৃষ্টি কাজলের ওপর নিবদ্ধ।

স্যার একটু মজা করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, নাম কি পরিস্কার করে বলো। কা কা করছো কেন? কাক নাকি!!

সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়লো। কাজলও মুখে হাসি এনে চেষ্টা করলো সেই হাসিতে যোগ দিতে, তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো, না স্যার, কাজল।

সেদিনের মতো মিটলো বটে। কিন্তু স্যারের দেওয়া নাম ক্রমশঃ চেপে বসলো। বন্ধুরা প্রথম প্রথম মজা করলে পাত্তা দিত না। কিন্তু দিন দিন সেটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো। কাজল মাঠে বল নিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেও, বিরুদ্ধ দলের ছেলেরা মাঠ জুড়ে কা কা কা বলে চিৎকার করতে থাকে। ইদানিং নিচু ক্লাসের ছেলেরা ওকে স্কুলের বারান্দায় দেখতে পেলে কা কা কা করে দৌড় লাগায়।

সেদিন থাকতে না পেরে হেডস্যারের কাছে গিয়েছিল নালিশ করতে। হেড স্যার সস্নেহে বলেছেন, তুই ওসব পাত্তা দিবি না। তাহলে ওরা এমনিই থেমে যাবে। কিন্তু না এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কাজলের এই তোতলামি নিয়ে পাড়াতেও ও কুঁকড়ে থাকে। কোন কিছুতেই আর মন বসে না। সেদিন কোচিং-এ পড়তে গিয়েও খেয়াল করলো মেয়ে বন্ধুরা ওনাকে খুব একটা ভালো আকর্ষন করতে পারে না। যদিও লর্ডস - ওভাল - মেলবোর্ন - সাবিনা পার্ক - কিংস্টন - সারজা ... সব যায়গা ওনার ঘোরা। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত ক্রিকেটারদের উনি "ইজের - হাফ প্যান্ট - প্যাড - গ্লাভস" ছাড়া ব্যাট করতে দেখেছেন। সেই তালিকায় কে নেই? পার্থিব ব্যাটেল থেকে পল অ্যাডামস, আফ্রিদি থেকে অ্যান্ড রাসেল, সাইডবটম থেকে সৌরভ - সাবার কথা ওনার মনে আছে।

জানতে অবশ্যই চাইলাম যে কি করে উনি এদের সন্ধান পান? বললেন খুবই সহজ ব্যাপার ওইটা। পৃথিবীতে সর্বত্রই এরকম ছোট্ট ছোট্ট নামি অনামি প্রচুর টুর্নামেন্ট খেলা হয়। তাদের অনেকেরই ওয়েবসাইট ও আছে এখন। সেগুলোর থেকে তরিখ সংগ্রহ করে উনি টিকিট এবং হোটেলের বুকিং করে রেখে দেন। এমন অদ্ভুতুরে ক্রিকেটের জন্য পাগলা লোক আমার জীবনে এই প্রথম। কি কারনে তাঁর এই নেশা তা জানবার জন্য কৌতুহলকে কিছুতেই আটকে রাখতে পারলাম না। অথচ বারবার জিজ্ঞেস করেও উত্তরটা পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক কোন না কোন উপায়ে বলটাকে না মেরে বা না খেলে ডট করে দিচ্ছেন। আমি অন্য উপায় অবলম্বন করতে শুরু করলাম। আমি আমার জ্ঞাতার্থে আছে একম কয়েকটি টুর্নামেন্টের কথা জানতে ও জানাতে থাকলাম, উনি বুঝলেন যে আমি ও কমবেশি একজন ক্রিকেটের রসিক প্রানী। তাই বিশ্বাস সহকারে জানালেন যে ওনার বাড়ি ছিলো মোরাদাবাদে।

একবার তিনি তাঁর পেশাগত কারণে বেরিয়েছিলেন শহরের বাইরে। তাঁর ১৩ বছর বয়সের একটা ছেলে ছিলো, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর এ ওই বাচ্ছাটি মায়ের কথা না শুনেই জোর করে বেরিয়ে যায় একটি গলি ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে। কিছুক্ষণ পরের খবর রটে যায় যে সারা শহরজুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। মায়ের মন উতলা হয়ে ওঠে। ঘর থেকে ছেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। স্বামীর কোন সন্ধান জানতে পারছেন না। সবাই দৌড়ে পালাচ্ছে এদিকের থেকে ওদিকে। শেষে কোনোরকমে পৌঁছে গেলো সেই মাঠেই, যেখানে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা টেনে এনেছিল তাঁদের একমাত্র সন্তানকে। না সেখানে সন্তানের খেলার ব্যাগটি ছাড়া আর কিছু রক্ত ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। খুঁজে খুঁজে নিজের হয়রানি করেও তিনি আজো তাঁর সন্তানকে দেখতে পাননি। ইতিমধ্যে কমলেশজি বাড়িতে ফিরেছেন, দাঙ্গা থেমে গেছে। কিন্তু বাড়ির দরজা খোলা স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই। প্রতিবেশীদের থেকে জানতে পারলেন, ওই দাঙ্গায় ওঁর ছেলে বিধর্মীদের সাথে খেলছিলো বলে তারই ধর্মের লোকেদের হাতে খুন হতে হয়। আর তাঁর যুবতী স্ত্রীকেও হতে হয় ওই দাঙ্গাবাজ দের লালসার শিকার।

উনি তারপর থেকে বিশ্বনাগরিক। ওনার ধর্ম ক্রিকেট। আর তাই উনি আজো সারা বিশ্বের অলি গলির ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে ভাবেন, ওদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ওনার সন্তান হরিশ আর স্ত্রী মধুবালা।

পরের দিন ট্রেন অনেক দেরীতে পৌঁছালো আসানসোল। কিন্তু উনি খুশি যে ওনার স্নান খাওয়া না হলেও উনি খেলা শুরুর আগেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

ওনার সঙ্গে সারা রাত কেটেছে। উনি নেমে গেছেন। এবারে আমি ঘুমাতে গেলাম।

লেখক পরিচিতি - Cricket Club of Dhakuria র কর্মকর্তা। পেশায় চাকুরীজিবী

হামি গরিব আদমি আছি ঈশ্বরা"

শম্পা চ্যাটার্জী

(কণকচুড়ার ডায়েরি থেকে)

হঠাৎ করেই ঈশ্বরের সাথে দেখা হয়ে গেল। কেমন আছেন বলতে গিয়ে দেখি, না চেনার ভান করে মিলিয়ে গেলেন। যদি ফের ঋন চেয়ে বসি! হাত পেতে কিছু নেবার চেয়ে ঢক ঢক করে জল খেয়ে যে কিনা ওয়ান্ডার ল্যান্ডের গলি খুঁজি চিনে নিয়েছে, সে কি কখনো কর্জ নিতে পারে নাহ, সেসব তক্কো কাঠগড়া অব্দি গড়ায়নি। ঝগড়ুটে বলে নাম কুড়িয়েছি বটে, কিন্তু তেমন তেমন সময় রথের চাকা বসেও কি যায়নি? প্রিয় তীরের ফলায় বুক পেতে দিতেও কি কম সুখ ঈশ্বরা! নাহ, আপনি কি করে বুঝবেন এসব দুঃখ বিলাসিতা! আপনাকে তুষ্ট করতে মেরুদন্ডের টুকরো করিনি বলে ফুল বেলপাতা ফিরিয়ে দিয়েছেন নিজস্ব এটিট্যুডে। দেবার লোকের অভাব আপনার কোন কালেই বা ছিল ! নেবার মানুষের বরাবরের অভাব আমার, তা তো আপনার অজানা নয়। হামি গরিব আদমি আছি ঈশ্বর, এত গরিবি আপনার পোষাবে কেন ! আপনার হাতে টিউলিপ থাক, আপনার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় 'জী হুজুর' উচ্চারিত হোক প্রতি সেকেন্ডে অন্তত ছত্রিস শত বার। তখন আমি আমার উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে পড়ে থাকা শিউলি কুড়িয়ে এক বুক শ্বাস নিতে চাই। চাল বাটা দিয়ে আলপনা দিতে দিতে কপালের চুল সরিয়ে স্বেদ বিন্দুগুলোকে আলতো হাতে মুছে নিতে চাই। তারপর, পেয়ারা পাতার ফাঁকে পড়ে যাওয়া সূর্যের দুর্ভাগ্য নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তে চাই। হামি গরিব আদমি আছি ঈশ্বরা! এতো গরিবি আপনার পোষাবে কেন!

পরিচিতি - একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এডমিনিসট্রেসন দেখি। লেখালেখির শখ সেই ক্লাস থ্রী থেকেই। ব্যাক্তিগত উদ্যোগে মাঝেসাজে সাধ্যমত কিছু মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।

বাসন্তী পূর্ণিমা

তাপস দাস

সেদিন ছিল বাসন্তী পূর্ণিমা। অযোধ্যা পাহাড়ের মাথার ওপর রুপোর থালার মত চাঁদ, যেন রাজমুকুট পরে রাজ সিংহাসনে আসীন, দুরে কোথাও ধামসা মাদলবাজছে। আর সেই ধামসা মাদলের তালে তালে পাতা বিহীন গাছ গুলি দুহাত তুলে নৃত্যরত, মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে রাত জাগা পাখি। কথনো কোকিলের সুরেলা কণ্ঠ ললিত রাগে বেজে উঠছে। মহুয়া ফুলের গন্ধে মাতাল পাহাড়, মাটি বিস্তৃত বন আর কাঁচ রাঙা দিঘীর জলে ছড়িয়ে আছে মুঠো জোছনা।

পাহাড়ের নীচ তলায় উঁচু নিচু বিশাল উঠোনে আমার তাঁবু, সঙ্গী বন্ধু মধু সোরেন। মধু সোরেনর সাথে আমার আলাপ তাও প্রায় বছর পাঁচেক ।তাগড়াই দোহারা চেহারা। মাথায় কোঁকড়াচুল, একটুকরো সাদা কাপড় পেঁচিয়ে বাঁধা। আরকাঁধে তীর -ধনুক। কিছুদিন আগে যখন বেলপাহাড়ি গেছিলাম তখনই কথা হয়েছিল চাঁদের রাতে অযোধ্যা পাহাড়ের তলায় কাটাবো। সেইমতন মধু সব আয়োজন করেই রেখেছিল। দুপুরে যখন মধুর বাড়ি গেলাম, ফুল্লরা কত যত্নে খাবার রান্না করে খাওয়ালো, সে স্মৃতি ভোলার নয়। খাবার পরে দুজনে রওনা দিলাম অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। প্রায় সন্ধ্যায় পৌছে গেলাম পাহাড় তলায়। মধু করিতকর্মা মানুষ, নিজের হাতে করতে লাগলো সব আয়োজন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গাঢ় হলো। কাঠের অগ্নিকুন্ড উঠলো জ্বলে। আমি তখন একটি টিলার উপরে। ধীরে ধীরে উঠছে রক্তাভ চাঁদ। ক্রমশঃ হালকা সোনালী থেকে স্বর্নাভ রুপালী তে রুপান্তর ঘটছে। দুরের গাছের পাতায় পাতায় প্রতিফলিত আলোকে সেই জ্যোৎস্নার অপরূপ লাবন্য। আর সেই অমৃত জ্যোৎস্না ধারা আমার সারা শরীর ভিজিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ঘোর কাটলো মধুর ডাকে, তক্ষনে সে পাত্র করে নিয়ে এসেছে মহুয়া, আর কাঠের আগুনে ঝলসানো বুনো মোরগ। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ধারার ভিজতে ভিজতে পান করছি সেই অমৃত সুধা।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর, পাতা বিহীন গাছ গুলি একে অপরকে জড়িয়ে ক্রমশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠছে। দুরে কোথাও মেঠো বাঁশির সুর, নিঃস্তব্ধতাকে চিরে গভীরবেদনার মতন বেজে উঠল। মনে হল কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাগলের মতন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেন জানি না আমার মন উঠল কেঁদে ... দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে এল জলের ধারা, জোৎস্না আলোয় যা রুপান্তরিত হল চাঁদের নদী। রাত তখন কত খেয়াল নেই। শুধু অপরূপ চাঁদ আর চাঁদ গলা আলো। দিঘির ধারে দুটি ছায়া শরীর ক্রমশঃ ঘন থেকে ঘনিষ্ট হচ্ছে। চাঁদের তলায় সঙ্ঘ লেগে গেছে। দিঘি জলে মুঠো মুঠো জোছনার বিপরীতে দুটি ছায়া শরীরের জড়িয়ে পেঁচিয়ে যাওয়া সিলুট, যেন সব রস শুষে নিতে চায়... অনন্ত পিপাসার্তের মতো।

কখন বৃষ্টি হয়ে গেল বুঝতে পারিনি। দেখি গাছের পাতা বেয়ে ঝড়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু চাঁদ। আর সোঁদা মাটির গন্ধে ব্যাকুল বাতাস।

আমার দু চোখ জুড়ে সেই চাঁদ মাখা শরীরের ছবি। সারা পাহাড় জুড়ে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। গাছগুলি ও অনুরুপ ভাবে শান্ত শ্রান্ত। আর চাঁদ.....

লেখক পরিচিতি - আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ধাতু ভাস্কর্য শিল্পী। গায়ক, লেখক ও অঙ্কন শিল্পী।

সাধারন

মৌমিতা দাস সেনগুপ্ত

কয়েকজন মেয়ে কে চিনি
আমরা লক্ষ্মী, সরস্বতী তারা,
আমার কালী, মা দুর্গা,
কয়েকজন ছেলে কে চিনি,
আমার কার্ত্তিক, গনেশ,
আমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
আমার ছেলে আর মেয়েরা দ্বন্দ্ব করেনা,
পাশে পাশেই থাকে আমাদের ভিতের মতো
কেউ বেঁটে, মিষ্টি, বোচা নাক,
কেউ তন্বী, সুন্দরী,
কেউ সুঠাম, কেউ গোলগাল,
কেউ কিশোরী, কেউ যাটোর্দ্ধ,
কেউ সনাতনী, কেউ আধুনিক।।।
সাধারন ই,
সাধারন দের নিয়ে তো লেখা হয়না...
তবে...
তবে কিনা এই সাধারন রাই আলো করে রাখে চারপাশ...
কি একটা জেনো আছে
ওদের মায়া মমতা প্রেম অভিমান পেরিয়ে,
দুঃখ পেরিয়ে, ক্ষোভ পেরিয়ে...
কি জেনো একটা শক্তি-হেরেও জিতে যাওয়ার মতো,
কি যেনো শান্তি-কোল জড়িয়ে ঘুমিয়ে পরার মতো,
কি যেনো সুগন্ধ-ক্লেদ দূর করে দেওয়া,
কি যেনো দীপ্তি-এক হাসিতে সব সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া...
কি যেনো আশ্বাস-কাল সব ভালো হবে,
কি যেনো বিশ্বাস-ধরিত্রি রসাতলে যাক,
আমি আছি, পাশটিতে...
সেই ও বুঝ সবজান্তা দের,
সেই না চেয়ে সব দিয়ে দেওয়াদের,
সেই আগ্রানের শীতের পাতলা চাদর,
সেই গ্রীষ্ম বর্ষার আঁচল দের নিয়েই আমি গর্ব করি,
তোমরা আছো তাই কাব্য আওড়াই,
পাট করা জামা পাই প্রতিদিন আলমারি তাকে,
তোমরা আছো তাই শ্বাস নি,
তোমরা আছো তাই বেঁচে থাকি...

লাফিয়ে। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ২০২৬ গিয়ে এই সংখ্যা ১৭৩ কোটি তে দাঁড়াবে। যেখানে ২০১২ তে এই সংখ্যাটা ১০৩ কোটি ছিল, এবং সারা দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ মানুষের বয়স হবে ৬০ এর উপর। বলাই বাহুল্য এই বিশাল সংখ্যক মানুষের জন্য যে ধরনের নির্দিষ্ট চিকিৎসা প্রয়োজন সেই পরিকাঠামো থেকে এখনো আমরা অনেক দূরে।

বয়স্কদের মনের সমস্যা ঠিক কি রকম হতে পারে? Phychosis, depression, anxiety, panic disorder অথবা যে কোন রকমের নেশা বা addiction, বয়স্কদের মধ্যে যে কোন রকমের সমস্যাই হতে পারে, তবে যে তিনটি সমস্যা নিয়ে মনোচিকিৎসকরা সব চেয়ে বেশি চিন্তিত থাকেন, তাদের 3D ও বলা যায়। অর্থাৎ depression, deliriumar, dementia, আজ এখানেই তিনটি D নিয়েই আলাপ আলোচনা করব। Depression or dementia যে হেতু একটু হলেও আমাদের সবার চেনা শব্দ তাই শুরুতেই delirium নিয়ে কিছু বলে নি। Delirium এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া একটু কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তবে হঠাৎ করে সব কিছুতেই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যাওয়া বা সাধারন সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হওয়া। অকারনে ছটফট করা, ক্রমাগত এদিক ওদিক করা বা তাকানো অবাস্তব শব্দ বা দৃশ্যতে response করা চিন্তার বিক্ষিপ্ততার বিশৃঙ্খলতা, এমন কি হঠাৎ করে শারিরীক ভাবে আক্রমনাত্বক হয়ে ওঠার ও প্রবনতা দেখা যেতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রেই delirium বিশেষ করে উল্লেখ যোগ্য। কারন এই বিশেষ অসুবিধাটি হাসপাতালের বাইরে মূলত বয়স্কদের মধ্যেই হয়। এবং নানা প্রকার ব্যবহারিক পরিবর্তন সমূহ এর জন্য এই অবস্থাটি শনাক্ত করা সময় সময় বেশ কঠিন ও হয়ে উঠতে পারে।

প্রবীন বয়সের ক্রমশঃ ক্ষীন সাধারন স্বাস্থ্য এবং তার সাথে Liver, Kidney, Heart, Lung ইত্যাদি ও অবশ্যকীয় আংশগুলোর কাজ করবার ক্ষমতা কমে আসা কেই মূলত দায়ী করা যায়।

সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে এর লক্ষণগুলি চিনে সঠিক চিকিৎসা না করলে এটি ক্ষেত্রে বিশেষে গুরুতর আকার ধারন করতে পারে।

অবসাদ বা depression এবং স্মৃতি ভ্রংশতা depression সম্পর্কে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর জানি। তবে যেটা জেনে রাখা দরকার যে প্রবীন বয়সের depression অনেক সময় মন খারাপ ছাড়া অন্যান্য শারিরীক সমস্যা যেমন লাগাতার মাথা ব্যাথা বা কোমড় ব্যাথা কিংবা অহেতুক রেগে যাওয়া বা খিটখিটে ভাবের সমস্যা নিয়েও একজন চিকিৎসকের কাছে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বিশেষের সাথে কথা বলা, তার সমস্যা খুঁটিয়ে শোনা এবং বোঝা সর্বপরি তার মনজগতের খবর নেওয়াটাও বিশেষ জরুরী, সে তাকে দেখে যতই ''এনার আবার depression কেন হবে'' মনে হোক না কেন!

Dementia আজ সারা পৃথিবীর সামনেই বড় Challenge আর আরো চিন্তার বিষয় হল এখন অবদি এর চিকিৎসাও বড় সীমিত। আগে পাশের মানুষজনের নাম ভোলা বা গুলিয়ে ফেলা থেকে খাওয়া বা স্নান হয়েছে কিনা ভুলে যাওয়া বা dementia আরো এগিয়ে গেলে বাড়ীর রাস্তা ভুলে যাওয়াও অসম্ভব না। এছাড়াও বয়স্ক দের মধ্যে suicide বা আত্মহননের প্রবনতা অনেক বেশি। ভারত সরকারের ২০১৬ এর দেশ ব্যাপী সমীক্ষা অনুযায়ী ৬০ বয়স্কদের উপরে আত্মহত্যার risk প্রায় প্রতি ১০০ জনে ১ জন

সমস্যা আরো অনেক বা হাজারো। সমাধান ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন ওষুধ পত্র ছাড়াও যেটা বলা খুব দরকার মানসিক শান্তি। আপনজনদের সাহচর্য, সঠিক খাদ্যাভাস নিয়ম মত exercise বহুক্ষেত্রে এই ধরনের মনের অসুখ বা সমস্যাকে দুরে রাখতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন যে কোন মানুষের জন্যেই কথা বলা বা তাদের কথা শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর বয়স কালে আমাদের সবারই সেটা খুব দরকার। তা সে আজ হোক বা আগমি কাল।

লেখক পরিচিতি - মনোরোগ বিশেষজ্ঞ AIIMS, Bhubaneswar

Separation From War

Zaira was a girl of fifteen. In fact on this day, she turns fifteen. She was very happy. She came from very poor family in Kashmir. You may ask why she is so happy? She is poor, she couldn't really celebrate her birthday even like a lower middle class family. It was because her father had saved up money and promised her a cake on her birthday.

She had an air of happiness and was walking through the calm forests of Kashmir with her father to the cake shop. The day was cloudy and peace settled every where. It gave very heavenly feeling to that day. There are very few times in Kashmir that the days were so calm and quiet.

Suddenly from the trees beside the road, three loud Bangs were heard! Zaira stood there and her feet were cramped with fear! She did not know, what to do. Her father who walked beside her now fell flat on the street. Dead!

His spotless white kurta had turned red with blood when the bullets struck him!

It was the time when there was a constant tussel and

বাড়িতে থাকলে অনেক উপকার হয় বলে বিশ্বাস। শাস্ত্রে তাই তুলসি নিয়ে অনেক বিধানও দেওয়া আছে। তুলসি একটি ঔষধি গাছ। তার নানা গুণ। সেই সঙ্গে আবার ধর্মীয়ভাবেও তুলসি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বাড়িতে তুলসি গাছ থাকলে যেমন নানা অসুখ মোকাবিলায় গাছের পাতা ব্যবহার করা যায় তেমনই বিশ্বাস অনুসারে তুলসির অন্য উপকারও আছে। নানা পূণ্য লাভ হয় বলেও মনে করা হয়। ১। তুলসি কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ধরাতলে তরুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাই এই মাসে তুলসিপাতা নারায়ণ পূজা করলে হরিগৃহে বাস করা যায়। ২। তুলসি রোপন করলে গাছের মূল যত বিস্তৃত হতে থাকে, তত বিস্তৃত হয় পূণ্য লাভ। ৩। তুলসি পাতা দিয়ে নারায়ণ পূজা করলে সারা জীবনের পাপ নষ্ট হয়। ৪। বাড়িতে যে দিক দিয়ে তুলসির গন্ধ যুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিক পবিত্র হয়। ৫। তুলসি-তলায় প্রদীপ জ্বালালে বৈষ্ণব-পদ লাভ হয়। অর্থাৎ নারায়ণ'র কৃপা লাভ করা যায়। ৬। যে বাড়িতে তুলসি-কানন থাকে সে বাড়ি তীর্থস্বরুপ হয় ওঠে। ৭। নর্ম্মদা ও গোদাবরী নদীতে স্নান করলে যে পূণ্য লাভ হয়। তুলসি সংসর্গে সেই ফল লাভ হয়। ৮। তুলসি মঞ্জরী দিয়ে বিষ্ণুপূজা করলে মোক্ষ লাভ হয়। পরজন্মের ক্লেশ বহণ করতে হয় না।

লেখক পরিচিতি - জ্যোতিষজ্ঞ, বাস্তুশাস্ত্রবিদ ও সমাজ সেবক।

মানবিক মানসী

ডঃ সুমন্ত ঠাকুর

কিশোর কুমারের সেই গান ''চারদিকে পাপের আঁধার, নেই কো কোথাও আলো'' মনে হয় যে অন্ধ হওয়াই ছিল অনেক ভালো। আজো কলকাতা শহরতলি বা গ্রামঞ্চলে গেলে নজরে পরে দরিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষ গুলোর দশা। তাদের ছেলে মেয়েদের দশা। এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কত শত প্রতিভা। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত দারিদ্র ও বেঁচে থাকার লড়াই এর কাছে অবলুপ্ত হয় প্রতিভা।

সামাজিক মেরুকরন - বড়লোক গরীবলোকের বিভেদের এক সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ তৈরী হয়ে গেছে। তাই আপন অহংকার আর স্ট্যাটাস বজায় রাখতে গিয়ে শিক্ষিত মানুষ ঐ গরীব মানুষের ঠকাতে পিছপা হয় না। কিন্ত মানসীর মত সংস্থা ঠিক তার সামর্থ্য অনুযায়ি পাশে দাঁড়িয়েছে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ গুলোর, আমি মানসীর সাথে থাকতে পেরে গর্বিত।

আমি মনে করি বেঁচে থাকা শুধু নিজের জন্য না হয়ে যদি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় সেখানেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা। আর ঈশ্বর যদি থাকেন তার কোনো ডায়েরীতে সেটা লিপিবদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই পাপের পাল্লা যখন প্রতিনিয়ত ভারী হয়ে চলেছে। তখন মানসী সংস্থার এই পূণ্যকাজ পূণ্যের প্রলেপ লাগিয়ে চলেছে পাপের জগতে। আমি এক অতি সাধারণ ডাক্তার, বাবা মা বলেছিলেন মানুষের জন্য ডাক্তার হও তা মেনে চলার চেষ্টা করি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দর কথা ভাবায় আমায়, তাই অতি সাধারন ভাবে জীবন যাত্রা করার চেষ্টা করি। ডাক্তারী ছাড়াও ফোটোগ্রাথি মিউজিক থেরাপি রির্সাচ ও পোষ্যদের নিয়ে দিন কাটে। বেশ কেটে যাচ্ছে দিন, আভিজাত্যের হাতছানি কে উপেক্ষা করে সংসারে সবাই কে শান্তিতে ও রাখতে পারছি। মাঝে মাঝে গ্রামগুলোর স্বাস্থ্যশিবির গুলোতে গিয়ে সাধারন মানুষের দুর্দশা দেখে চোখে জল আসে। নিজেও সাধ্যমত চেষ্টা করি, আর এরকম সংস্থার সাথে হাত মিলিয়ে মানুষের অসুস্থতায় পাশে থাকতে চেষ্টা করি। ডাক্তার হয়েও নচিদার জনপ্রিয় গান দিয়ে শেষ করব।

''কেউ হতে চায় ডাক্তার কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ চায় বেচতে রুপো, রূপের বাহর চুলের ফ্যাসন। আমি কোন বাউল হব - এটাই আমার অ্যাম্বিশন।।''

লেখক পরিচিতি - অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ
Wild Life Photographer, Music Therapy Research

বয়স কালের মনের কথা

ডঃ তনয় মাইতি

যে কথা গুলো জেনে রাখা খুব জরুরী

বার্ধক্য, একটি কঠিন শব্দ। যা আসবেই, যার গতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় । আর আমরা না চাইলেও বয়েস আর বার্ধক্য ক্রমশঃ এগোতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় বার্ধক্য জীবনের একটি জটিল সময় যখন বিভিন্ন শরীর বৃত্তিয় পরিবর্তন এর সাথে শরীরে কর্মক্ষমতা কমতে থাকে । নানা রকম অসুখ বিসুখের সম্ভাবনা ও বাড়তে থাকে এবং শেষ অবদি মৃত্যুও। এবং শরীরে সাথে মনে ও চলতে থাকে এই পরিবর্তন, যা অনেক সময়ই দৃষ্টির আগোচরে থেকে যায়।

আমাদের দেশে কিভাবে বার্ধক্যের পরিসংখ্যান বদলে যাচ্ছে একটু দেখে নি! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যা (WHO) দেয়া সূত্র অনুসারে ভারতবর্ষে ৬০ বা তার বেশি বয়সি মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আর একই সাথে শতকরা হিসাবে বার্ধক্য যুক্ত মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে লাফিয়ে

পরিচিতি - পেশায় বর্তমানে গৃহবধূ, লেখার শুরু স্কুল জীবনে, পরবর্তী কালে যা কিছু উন্নতি, জীবন হাতে ধরে শিখিয়েছে।

ক্ষত

শতভিষা মল্লিক

কাকিমাকে দেখেছি হাতের তালুতে খাবার নিয়ে ভাসিয়ে দিতেই,
জলের মায়া ঠুকরে যেতো মাছের দল।
এভাবে কতোকিছুই তো ঠুকরে যায় রোজ।
ঠুকরে যায়
পরিয়ায়ী মেঘ,
বুনো হাঁস,
আর মেঘবতী চিলও।
ভাড়ার শূন্য করে যে বিড়ালটা হেঁটে গেছে চুপিসারে,
তাকেও ঠুকরে গেছে নীল দাঁত, নোনা হাওয়া।
যে ছেলেটা আলাপ জমাতে এসে ঠোঁট রাখে ঘাসে,
তাকেও ঠুকরে খায় আমিষের ঘ্রাণ।
প্রেমিকরা ঠোকরায় আমোঘ সে জ্বালামুখ, বিবর্ণ চলাচল।
শেষপাতে পড়ে থাকে তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল

কবি পরিচিতি - গৃহবধূ। কবিতার প্রতি ভালবাসা থেকেই কলম ধরা শুরু। লিখেছেন রেওয়া, পদার্পন, অনির্বান সহ অনেক পত্রিকায়।

মনুষ্যত্ব

শৌভিক পাণ্ডা

আইরিশ হাসপাতালের অষ্টমতলার ৭২১ নং বেডে শুয়ে আছে সৌরভ। পাশে চিন্তিত মুখে তাঁর স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন ও অফিসের বন্ধুরা। ৭২ ঘন্টা না কাটলে কিছুই বলা যাবে না বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চিন্তিত সবাই। হঠাৎ ই বাইরে থেকে এক মহিলার কাতর আবেদন ভেসে এলো। আমাকে একটু দাদার সঙ্গে দেখা করতে দিন। নার্সরা জানার চেষ্টা করছেন, কে আপনার দাদা? মহিলা বলেন সৌরভ চক্রবর্তী। সৌরভ নামটা শুনে ঘরের ভেতরের সবাই চমকে ওঠেন, কী ব্যাপার? সুরমা সৌরভের স্ত্রী আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। বলেন, 'আমি সৌরভের স্ত্রী, আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না? কে আপনি? ভদ্রমহিলা বলেন, আমায় আপনি হয়তো চিনবেন না। আমি দাদার এক হতভাগ্য বোন। নাম পরমা। পরমা পাল। আমায় একটু দেখতে দিন। আমি কাগজে খবরটা দেখেই ছুটতে ছুটতে এসেছি। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে পরমা হাঁফাতে থাকে। সুরমা আস্তে করে পরমার গায়ে হাত দেয়। বলে আসুন আমার সঙ্গে। ঘরে ঢুকে পরমা আস্তে আস্তে সৌরভের পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে সৌরভের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারোর মুখেই কোন কথা নেই। নিরবতা ভাঙে হঠাৎ সৌরভের মুখের অস্ফুট আওয়াজে। নার্স সাবাইকে চোখের ইশারায় বাইরে যেতে বলেন। ডাক্তারবাবুরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরছে সৌরভের। রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদল দুস্কৃতীর হামলায় গুরুতর জখম হয় সৌরভ। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে এই হাসপাতালে ভরতি করেন গড়িয়া ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন অমিতজ্যোতি ভট্টাচার্য। বাইপাশের কাছে বাঘাযতীন রেল সেতুর মুখে রক্তাক্ত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন ভাবে পরে থাকতে দেখে তৎক্ষানাৎ তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে এই হাসপাতালে নিয়ে আসেন তিনি। পরে তাঁর পকেট থেকে আই কার্ড দেখে অফিস ও বাড়িতে খবর দেন অমিতজ্যোতি।

হাসপাতালের ভিজিটরস রুমে সৌরভের অফিস কলিগ দেবজ্যোতিই পরমাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনিই কী আমাদের দিব্যদার স্ত্রী? পরমা মাথা নাড়েন। বলেন, আপনি চেনেন? দেবজ্যোতি বলেন হ্যাঁ। চিনব না, ওই মানুষটির হাতে গড়া আমি ও সৌরভ। সাংবাদিকতার যা কিছু শিখেছি সব তাঁর কাছেই। কিন্তু হঠাৎ করে দিব্যদার চলে যাওয়াটা আমরা মেনে নিতে পারিনি। তারপর কাজের ব্যস্ততায় আমরা ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু ভোলে নি আমাদের সৌরভ। ঠিক খোঁজ খবর করে আপনাদের খুঁজে বের করেছিল। একদিন আমাকে আপনাদের কথা ও জানায়। দম নেওয়ার জন্য একটু থামে দিব্যজ্যোতি। পরমা বলেন, হ্যাঁ আমরা কোন ভাই বোন নেই কিন্তু সেদিন দাদা আমাদের পাশে এসে না দাঁড়ালে মেয়েটাকে নিয়ে বিপদে পড়ে গেছিলাম। দাদাই আমরা একটা অফিসে কাজের যোগাড় করে দেন। আজ মেয়ে কলেজে পড়ছে, সব এই দাদার জন্যই। আপনাদের দাদা তো সেরকম কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। হঠাৎই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৬ মাসের মধ্যেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মেয়েটা তখন ক্লাশ ফাইভে পড়ে। দাদা পুরো ভগবানের মতো এসে পাশে দাঁড়ান। সেই মুহূর্তে ঘরে এসে উপস্থিত হন অমিতজ্যোতি ভট্টাচার্য। তিনি পরমাকে বলেন, ম্যাডাম ঘটনার কথা জানা গেছে। একটি মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে সৌরভ বাবুকে দুস্কৃতীরা আক্রমণ করে। মেয়েটি আজ পাটুলি থানায় এসে সব কিছু জানিয়েছে। আপনাকে একটু পাটুলি থানায় যেতে হবে। আমরা ২ জনকে গ্রেফতার করেছি। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলান হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়িই ধরা পড়ে যাবে।

লেখক পরিচিতি - প্রায় ৩০ বছর সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। আস্থা নামে একটি সংবাদ ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। বিভিন্ন খবরের কাগজের পাশাপাশি দীর্ঘ ১৪ বছর কলকাতা দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে কলকাতা টিভির সিনিয়র প্রোডিউসার ও কপি এডিটর

PHRASES OF LIFE

Nabeena Mitra

Life can be the sunshine,
On peaceful days with bright blue skies
Or life can be that raindrops
That fall like tears squeezed from your eyes.
Life can be heaven
That you will only reach through hell,
Since you won't know that you are happy,
if you have not been sad as well,
Life can teach you hard lessons,
But you'll be wiser once you know,
That even roses need both sunshine
And a touch of rain to grow.

Class - VII,(12 Yrs)
Our Lady Queen of The Missions School
Salt Lake City.

মুহূর্ত কথা

শিল্পী মুখার্জী

বছর ১৭ আগে দিল্লী থেকে ফিরছি.. ট্রেনে আলাপ এক যুবকের সাথে। ব্লু জিন্স ব্ল্যাক পাঞ্জাবী ফরসা স্লিম ... নীল চোখ ... চোখে চশমা এক মুখ দাড়ি ... প্রথম কথা আমার ব্যাগ টা থাকল আমি একটু আসছি ... পাশেই একখানা বই বুদ্ধদেব গুহর 'মাধুকরী'। লোভ সামলাতে পারলাম না তুলে নিলাম হাতে। আপনি পড়ছেন বেশ বেশ পড়ুন ... এই বলে কথা শুরু .. বললাম না না আমার পড়া দেখছিলাম ... বললো বেশ করেছেন আর একবার পড়ে ফেলুন ... বললাম এতো তাড়াতাড়ি শেষ হবে না যে ... উত্তরে বললো কে বলেছে শেষ করতে যেদিন ইচ্ছে শেষ করবেন...

ধুর তা হয় নাকি... একগাল হেসে আরে সব হয়। এতো ভাববেন না তো, বই যখন যার হাতে তখন তার ... কখন যে সময় কেটে গেল বুঝতে ই পারলাম না...। রাত হলো মাধুকরী মাথার কাছে রেখে গান শুনছি ... এমন সময় আচ্ছা সকালে তো এন জি পি পৌঁছে যাবেন তাই না। বল্লাম হ্যাঁ, ও আপনি তো আসাম যাবেন, তাই তো আরো কিছুটা পথ।

খানিকক্ষন চুপ করে থেকে সে বললো আর কখন দেখা হবে আমাদের।

বললাম কি জানি।

কেন জানেন না। জানতে পারতেন তাহলে আমিও জানতাম... বললাম ... আপনি জনেন না। বলেই হয়তো জানি না ...

ও আমি জানলে জানবেন এটাই তাহলে বিশ্বাস রাখলাম ... আচ্ছা বইটা একবার দিন...

ট্রেন ঢুকছে নিউ জলপাইগুড়ি ... আর মাত্র ২০ মিনিট ... সেদিন ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছিল। বললো আপনি কিছু খাবেন না ? নিন, এই কেক টা খান। মা বানিয়ে দিয়ে ছিল। আমার খুব প্রিয়। আপনি খেলে আমি মা দুজনেই খুশি হবো।

আমি ভাবছি এই তো নেমে যেতে হবে তবে মাধুকরীর কথা কি মনে নেই! আমার মাধুকরী ছিলনা... এই এক রাতের গল্পের স্মৃতি কি মাধুকরী হতে পারবে না!!!

এই যে বই টা... ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমার যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে...

শুনুন বইয়ের শেষ পাতায় আমার ফোন নাম্বার আর ঠিকানা লিখে দিয়েছি... আপনার যখন ইচ্ছে আমায় ফোন করতে পারেন .. কোন এক ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমাদের আবার দেখা হবে...।

আমি যে কাওকে ফোন করি না ..

ভালো অভ্যেস, কথার ক্ষিদে বাড়বে, মানুষ আপনাকে খুঁজবে .. তবে সেটা যেন আমার ক্ষেত্রে না হয় ..।

ট্রেন টা আসামের দিকে চলতে শুরু করলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার পর আর দেখতে পেলাম না...

মাধুকরী টা যেদিন শেষ করলাম সেদিন বিকেলে ওকে ফোন করে ছিলাম শেষ পাতায় লিখে দিয়ে ছিল ...'ইতি তোমার আমি' ফোনে কথা হলো বাকি টা চুপ করে থেকে সময় শেষ। একটা সময় ফোন টা ছেড়ে দিতে হয়

আর কোন দিন কথা হয়নি ... ও কদিন ফোন করেছিল আমি সেটা হাতে পাইনি।

কোন এক ১৪ই ফেব্রুয়ারী ওকে ফোন করি ফোন টা মামনি ধরেছিল ওর মা ... শিল্পী ভালো থেকো। তুমি ভালো আছো জানলে ও খুশি হবে অনেক দুর থেকে ... ও যে আর আমাদের নেই ...

মামনির কথাগুলো এখনো আমার কানে আলপিনের মতো বেঁধে ...

ভালোবাসা বেঁচে আছে আজো। থাকবে অনন্তকাল ... কোন কিছু হারায় না। থেকে যায় মনের গভীরে ...

ভ্যালেন্টাইন'স ডে প্রতিদিন আসুক সবার জীবনে...

লেখক পরিচিতি - আমি উত্তরবঙ্গের মেয়ে। জলপাইগুড়ি তে থাকি। শিল্পী মুখার্জি। পেশা - বুটিক (আমি চারুলতা)

জায়গায় আনন্দ, গান এগুলো দেখ আনন্দ কর। ওরা সার্কাস করছে করতে দে, দরশক পাবে না। "এই সব খারাপ জিনিস একদম মনে আসতে দিবিনা। শরীর, মন সব খারাপ হবে। ভালো মানুষ থাকলে খারাপ ও থাকবে এটাই জগতের নিয়ম।" সুমিতা বলে ওঠে "কিন্তু তুই যে জুই, সোনালি এদের এতো ভালোবাসিস" টুনটুন হাসছে সে আমি এখনও বাসি। ওরা তো নিজেদের ঠকাচ্ছে আমাকে নয়। তুই মজা কর। চল চল খাবি চল। সুমিতার মনটা ভরে উঠলো টুনটুনের জন্য। পৃথার মেয়ে রূপসা আবৃত্তি করছে ... "তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেক খানি, আকাশ তখন সুনীল ঠেকে, মধুর ঠেকে ভোরের আলো, হঠাৎ যদি মরন আসে, দেখি মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো। দুর এতটা সময় শুধু জুই আর সোনালির কথা ভেবে সময় নষ্ট করলো। সত্যি বড়মামা টুনটুনকে নিজের মনের মতো করে গড়েছে। ওর মনে কোন জরা, কালিমা নেই। আসতে ও দেয়না। না ও এমন হবে। ঋতুর ঠিকই বলে ও এসব নিয়ে আর ভাববে না সুমিতা। হল ঘরে ফিরে এসে শুভাশিষের কাছে গিয়ে সুমিতা বললো, গানটা কিন্তু তুমিআমি একসঙ্গে গাইবো। শুভাশিষ প্লেট নামিয়ে বলে উঠলো, " পরের গান টা আমি আর আমার সুন্দরী শালী একসঙ্গে গাইবো। "হৈহৈ করে উঠলো সবাই। শুভাশিষ বললো, উফ্ আমার যে কি আনন্দ!! ২৬ বছর পর সুমিতা গান ধরলো আনন্দধারা বহিছে ভুবন...

লেখক পরিচিতি - মূলত ওকালতি পেশা হলেও সাহিত্য সৃষ্টি তার নেশা।

রাজনগরের রূপকথা

প্রলয় বসু

আজ এমন একটি স্থান নিয়ে লিখতে চলেছি যেটা গুগল ম্যাপে বা কোন ট্রাভেল ব্লগে কোনদিন স্থান পেয়েছে বলে জানা নেই। কিন্ত ইতিহাস আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। বর্ষশেষের পলাশের খোঁজে যাবার ছিল শান্তিনিকেতন। কিন্তু বন্ধু সুজয়ের ডাকে (রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক) সব বাতিল করে চললাম রাজনগর। নিকটবর্তী রেলষ্টেশন সিউড়ি।

রাজনগর বীরভূম জেলার প্রাচীন রাজধানী। সুদূর আফগানিস্থান থেকে এসে বীররাজাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে, মতান্তরে গুপ্তহত্যা করে জোনেদ খান ও রনমস্ত খান এখানে রাজমহল প্রতিষ্ঠা করেন যার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। পরবর্তী বংশধর আলিনাকি খান বাংলার নবাব সিরাজদৌলাকে কলকাতা দখলে সহায়তা করেছিলেন। বর্তমান আলিপুর নাকি তাঁরই নামানুসারে। গ্রামের দুপাশ দিয়ে তিরতিরিয়ে বয়ে চলেছে সিদ্ধেশ্বরী আর কুশকর্ণিকা নদী। রাজবাড়ী লাগোয়া ইমামবাড়া, রাজা নৃসিং'দেব প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালী মন্দির, কালিদাসের জলে ভাসমান হাওয়ামহলের ধ্বংসাবশেষ মনোমন্ধকর।

এই রাজনগরেই ইংরেজ আমলে সাঁওতাল ও চুয়াড় বিদ্রোহের জন্মদাতা। বিদ্রোহী নেতা মঙ্গল মাঝিকে যে গাবগাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। তার শুকনো ডাল আজও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কাছাকাছিও দেখার মত আরও কিছু জায়গা হল বক্রেশ্বর, তাঁতলোই উষ্ণ প্রসবন, ফুলবাগানে দেওয়ান সাহেবের মাজার। ভবানীপুরের অন্নপূর্ণা মন্দির, কাজু আর পলাশের সারিবদ্ধ জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া। আর দেখতে ভুলবেন না সিদ্ধেশ্বরী নদী পায়ে হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল মাড়িয়ে ৪ কিমি গেলেই মাত্র তিনটি পরিবার সম্বলিত পটলপুর গ্রাম। রাজনগরে থাকার একমাত্র জায়গা মঙ্গলচন্ডী অনুষ্ঠান ভবন যা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত। আর গেলে অবশ্যই কথা বলে আসবেন খানবংশের বর্তমান রাজা রফিকুল আলম খান সাহেবের সাথে। যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন খানসাহেবের ছেলে সফিউল আলমের সাথে (৯৭৩২১৯২৬৮৮)। স্থান মাহাত্ম্য আরো জানতে পড়তে পারেন "রাঢ়ের বিরল মাতৃপূজা" বইটি, লেখক অম্বরনাথ সেনগুপ্ত। রিক্ত পর্যটনের মানচিত্রে চরম অবহেলিত এই জায়গা হয়ত অচিরেই কালের গ্রাসে হারিয়ে যাবে যদি না যথাযথ রক্ষনাবেক্ষন হয়।

বলতে ভুলে গেছি যারা ভ্রমনের সাথে কিছু কেনাকাটাও পছন্দ করেন রাজনগর তাদেরও হতাশ করবে না। প্রতি বৃহস্পতিবার আর রবিবার হাট বসে যেখানে তালপাতার আলংকারিক হাতপাখা, শেতলপাটি, গামছা ইত্যাদি নানা রকম জিনিস স্বল্প মূল্যে কেনা যেতেই পারে।

উৎসবের মধ্যে মহরম সেরা। রাজবাড়ী সংলগ্ন মাঠে পরপর তাজিয়া সাজান হয়। দুর্গপুজা আর মহরমে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্প্রীতির সুন্দর উদাহরন। পরিশেষে বন্ধু সুজয়ের কাছ কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলেই নয় শুধু অতিথেয়তার জন্য নয় বীরভূমের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে এত চমকপ্রদ ভাবে পরিচিত করার জন্য।

লেখক পরিচিতি - CID বিভাগের OC

তুলসি গাছের উপকারিতা

গৌরব ত্রিবেদি

শাস্ত্র মতে বাড়িতে তুলসি গাছ থাকলে কী কী উপকার হয়? তুলসি শুধু গাছ নয়। তুলসি নারায়নের স্ত্রী। তাই তুলসি গাছ

এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও। মনের কোনে সব দীনতা,মলিনতা ধুইয়ে দাও।টুনটুনের মেয়েটা যে কি মিষ্টি হয়েছে।ওমা রুকু সুকু ও গলা মিলিয়ে গাইছে। শ্রাবণী নাচতে লাগলো। কি সুন্দর লাগছে!! চুমকি তাড়াতাড়ি করে পায়ের কাছ থেকে কাঁচের গ্লাস, প্লেট গুলো সরিয়ে নিচ্ছে। চুমকি, শ্রাবণীর সুমিতার বেশি পরিচয়! সুমিতা গিয়ে হাত লাগালো। আমার পরান বীনায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান ... কত কিছুই ছিল শুধু ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল সারা জীবন ভাবে সুমিতা। এদিক ওদিক খাবার, সরবত সব পড়ে আছে। কতো খাবার নষ্ট করেছে এরা, সত্যি বাবা টুনটুন কিছু দেখেনা। এবার টুনটুন গাইছে ''সখি ভাবনা কাহরে বলে'' শুভাশিষ বলে উঠলো 'সবাই চুপ আমার বউ গাইছে।' সত্যি শুভাশিষ পারেও। বুকের ভিতরে যে চাপটা বেশ কমে গেছে অনেকটা। টুনটুন খুব ভালো গান গায়। অনেক বছর ধরে শিখেছে। ''আমি তোমার প্রেমে সব সবার কলঙ্ক ভাগি'' টুনটুন মন দিয়ে গাইছে। চোখ বোজা হাতে তাল দিচ্ছে। মেখলা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে মা কে সংগত করছে। টুনটুন যেকাজটা করে মন দিয়ে করে। যখন রাগ হলো বললো কিছু পর ভুলে যাবে। করো সাথে কোন দিন ঝামেলা ঝগড়া করে না। জুই ওর স্কুল কলেজ কিছু বন্ধু নয়, ওর বন্ধু , আত্মীয়, পরিচিত কারো সাথে কোন মিল নেই। বাচ্ছা হয়নি বলে শ্বশুড় বাড়িতে অশান্তি। তাই ওর মন ভালো রাখার জন্য ও বাড়ির সব কিছুতে জুইকে ডাকে। সুমিতা ভাবে সত্যি টুনটুন একটা পাগলি। বই, গান পড়াশোনা এই নিয়ে জগৎ। বাইরে মেঘ করেছে ঋতুকে বললে হতো ছাদের দরজাটা বন্ধ রাখতে। না বরং বলেই দিই। ফোনটা নিয়ে পাশের ঘরে গেলে সুমিতা। উফ্ মা তুমি কি একটুও আনন্দ করতে পারোনা। সব সময় খালি তোমার সংসার রোগ; ''ঝাঁঝিয়ে ওঠে ঋতু। তাহলে কি সত্যি ওর মনের রোগ হলো??? ওমা। এ ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা কেন?? একটু আগে তো খোলা, ছিলনা সুমিতা নিজে তো খোলেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায় - সুমিতা মোটা পরদাটা সরিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে যাবে হঠাৎ বারান্দায় কার যেন গলার আওয়াজ পেলো।চাপা গলায় ফিসফিস। মোটা পরদার পিছনে সরে এলো সুমিতা। অল্প পরদা ফাঁক করে দেখলো বারান্দায় সোনালি, জুই আর সোনালির সেই লাল চুল গোঁফের বর কিশোর। সোনালির এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে বিয়ারের মাগ!!! কিশোর তো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেনা। আর জুই !!! সুমিতা ভাবতে পারেনা। টুনটুন এতো ভালোবাসে জুইকে সেই জুই??!! না না সব বলবে ও টুনটুনকে। সুমিতার মাথা ঝিমঝিম করছে। কোন রকমে হল ঘরে এলো সুমিতা, আরো কিছু বন্ধু এসেছে এখন। শৈবাল আর পাপড়ি এসে পড়ছে। শৈবাল কোন বেসরকারি ব্যাংকে খুব বড় চাকুরী করে। পাপড়ি স্কুলে পাড়ায়ে। এসেছে ভাস্কর আর জয়িতা দুজনেই শুভাশিষের বন্ধু, দুজনেই বড় চাকুরে। এদের সঙ্গে আলাপ আছে সুমিতার। শৈবাল এসেই গান ধরেছে ''বাদল বিজলি চন্দন পানি জায়সা আপনা পেয়ার লেনা হোগা জনম হামে কাহি কাহি বার'' সবাই গলা মিলিয়ে। ববি কি একটা বললো শুভাশিষকে, শুভাশিষ হেসে গড়িয়ে পড়লো। টুনটুন আবার একদফা খাবার নিয়ে এলো। উফ্ টুনটুনকে একটু একা পাচ্ছে না। সুমিতাকে বলতেই হবে। ভিতরটা ছটপট করছে। এতো বোকা বোনটা, কবে যে একটু বুদ্ধি হবে!!!??

সপ্তম অধ্যায় - টুনটুন আর শুভাশিষ, এক সাথে গান ধরেছে ''বড়ে আচ্ছে লাগতে হায় এ নদীয়া .... আউর তুম''!! বিভোর হয়ে গাইছে টুনটুন, সুমিতা বুঝলো এখন ডেকে লাভ নেই। গাইতে গাইতে শুভাশিষ চোখের ইশারা করলো টুনটুন হাসলো। সুমিতার চোখ চিকচিক করেউঠলো। এ ঘরে সবাই আছে শুধু ওরা তিনজন বারান্দায়। এটা কি কেউ খেয়াল করছে না??? মেখলা আর নীল ওপরে এসে আইস ক্রিম চাটছে। টুনটুন ইশারায় চুমকিকে দেখালো। উফ্ এদের গান না শেষ হলে তো সুমিতা বলতে পারবে না।!!! সুমিতা ছটফট করে।ওকে বলতেই হবে।

অষ্টম অধ্যায় - ''তেরা মুঝসে হ্যায় পেহেলে কা নাতা কৌই'' ... এবার ববি আর শুভাশিষ শুরু করলো। অনেক বেলা হয়ে গেছে শ্রাবণী আর টুনটুন হাতেহাতে খাবার গুলো টেবিলে সাজাচ্ছে, প্লেট গুলো মুছে রাখছে। চুমকি মাইক্রো ওভেনে কাবাব গুলো গরম করছে। সুমিতা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো টেবিলের পাশে। টুনটুন বললো ''তোর খুব খিদে পেয়ে গেছে না রে? এদের গান আর নাচে এতো সময় চলেযায় বল!!??না না আমার খিদে নেই, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, আগে শোন, সুমিতা বললো, সব শুনবো, সোনা আগে এদের একটু দিয়ে, টুনটুন খুব ব্যস্ত। শ্রাবণী, চুমকি প্লেটে বিরিয়ানি আর কাবাব দিচ্ছে, টুনটুন সবার হাতে হাতে দিচ্ছে। একটা টিফিনবাক্সে বিরিয়ানি ভরে সুমিতার হাতে দিলো। এটা ঋতুর জন্যে নিয়ে যাবি। ঋতু বিরিয়ানি খুব ভালোবাসে, টুনটুন জানে। আর পারে না সুমিতা টুনটুনের হাত ধরে'' খুব দরকার একবার শোন আমার কথা'' আরে বাবা শুনবো তো তুই আগে খেয়েনে। ''না, আগে তোকে সব শুনতে হবে। ''সুমিতা জোর করে। শ্রাবণী এগিয়ে এলো, তুই যা টুনটুন, আমরা এদিকটা দেখছি, চুমকি এসে বললো আমরা আছি তো ও কি বলছে দেখ। সুমিতা টুনটুনকে নিয়ে পাশে ছোট ঘর টায় ঢুকলো দরজা বন্ধ করে বললো ''তুই আর কতো দিন বোকা হয়ে থাকবি, জানিস ওই পেছনের বারান্দায়...!! সুমিতাকে চুপ করিয়ে দিয়ে টুনটুন বলে উঠলো, জানি ওখানে সোনালি, জুই আর কিশোর আছে। সুমিতা আর চাপতে পারে না, হ্যাঁ ওখানে কিশোর, আর সোনালি ...। টুনটুন সুমিতার মুখে হাত রাখে জানি সব জানি। ওরা কি করছে সবটা জানি। ''আর, আর জুই যাকে তুই এতো ভালোবাসিস, তোর সব কিছুতে ওকে বলিস, ও তোকে নিয়ে তোর বন্ধুর সাথে এত কিছু বলছে। ''সুমিতা হাঁপাতে থাকে। টুনটুন ওকে মেখলার খাটে বসালে, ''চুপ একদম চুপ কর। একটু শান্ত হয়ে শোন মেখলা জুইকে খুব ভালোবাসে। ওর সবুজ মনে দাগ ফেলিস না। আমি সব জানি, শুধু আমি নয় শুভাশিষ ও জানে। ব্রুটাস, মিরজাফর তখন ও ছিল। এখন ও আছে। এখন আর রাজা নেই। তার রাজ্য যাবার ভয় নেই। আমার বাড়িতে চাঁদের হাট বসেছে ওই বারান্দাটা ছাড়া সব

বিলাসী বিনোদিনী এবং অঘ্রায়ন

অনুভুতিমালা

শুভেন্দু দেবনাথ

কিতনা খৌফ হোতা হযায় শাম কে আন্‌ধেরো মে,
পুঁছ উন পারিন্‌দো সে জিনকে ঘর নেহি হোতে
(How much terrified does one feel in dark (on sunset) or and ask birds, who do not own a house)

এই শহরের অলিতে গলিতে হেঁটে যায় শরীর; মফসব্‌লি অলিগলি সাঁতরে কেঁপে কেঁপে ওঠা শরীর বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ভাবি কতদিন মুখোমুখি হওয়া হয়ে ওঠেনি। নিয়ন আলো আর লোডশেডিঙের অগিগলি, মানুষের দীর্ঘশ্বাস পাশ কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখি - 'মেঘ জমেছে আবার আকাশে'। পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার তাগিদ নেই। অভিজ্ঞতায় টের পাই, বাড়ি ফিরলে বৈভবের প্রাচুর্যের ভেতর বসে কৃত্তিম হাসির ভেতর কি এক গোপন দীর্ঘশ্বাস আর অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে। সেইসব অনুভুতিমালা জমে জমে ভারী হয় মেঘ। শহরে বৃষ্টি নামে, নামেনা শরীরে। ফোঁটা ফোঁটা পাপ গলে গলে পড়ে শরীর জুড়ে। দীরঘশ্বাস অবিশ্বাস আর লোডশেডিঙের মেকি বিষণ্ণাতাকে কাটিয়ে ফেরা হয়না নিরাপদ আশ্রয়ে। বদলে পা পিছলে যায় পিচ্ছিল পাপে। পাপ এক হিরণময় অন্ধকারের ডাক নাম। যে অন্ধকার চোখ ছুঁয়ে, নাক ছুঁয়ে ক্রমশ গাল থেকে চিবুক, চিবুক হয়ে বাসা বাঁধে বুকে। ক্রমশ ভুলে যাই দুরত্ব বাড়ছে। দুরত্ব বাড়ছে সেই বৈভবের ভেতর বসে থাকা বিনোদিনীর সঙ্গে। ইদানিং সে তাকিয়ে থাকে বিলাসী বেদনায় ছোপানো শোকযাত্রার অলৌকিক জামা পড়ে। আমিও ধারণ করেছি নির্লিপ্ত সন্ন্যাস। কাঁদা ও মাছের পারস্পারিক সন্ন্যাস এখন আমাদের রোজকার পোশাক।। একজন অন্যজনের সঙ্গে একা হয়ে থাকা। বিষাদ আজ শেকড়ের খোঁজে পালক ছড়ায়। বিনোদিনী জেগে থাকে সারা রাত শূন্যতায়, আর আমি পাপে।

মজে জাহান কে আপনি নজর মে খাক নেহি
সিবা-এ-খুন-এ-জিগর, সো জিগার মে খাক নেহি
(The happiness of the world nothing for me for my heart is left with no feeling besides blood)

সে বোঝে না সম্পর্ক কবিতার মত, স্বতঃস্ফুরত। আমি আজ ভুলেছি কবিতা, শ্বাসহীন সম্পর্কের বাধা ঘেরাটোপে। বিলাসি বিনোদিনী লুকিয়ে রাখে দরজা জানলাসহ তার সমস্ত অলিগলিপথ। আমি সেই ঘেরাটোপে খুঁজে ফিরি আলাপী নদী। খুঁজি আর ডুবি, ডুবি আর খুঁজি, পাপে এবং কামে। খুঁজে পাই আয়নাতে দেখা বিপ্রতীপ শব্দপাখির দল। দেবদারুর ডালের অন্ধকার সে নদীকে ঋতুমতি হতে দেখেছে। বিনোদিনী বোঝেনি দরজা বন্ধ থাকলেও নদীতে অবগাহন করা যায়। তার প্রেমহীন কাছে আসা মিশে গেছে পুঁথির শ্লোকের অক্ষরে। যে গভীর বিষাদের টংকার প্রতিদিন ঘুরপাক খায় আমার ভেতর, সেই অনুভুতি-ই একান্ত নিজস্ব শব্দবার্তা। আমার বিষাদযাপনের মুহুর্তগুলো বিসমিল্লাহ্‌র আশ্চর্য বিষাদ সানাই। ধান ক্ষেতের কাছে অন্নের প্রসারতা ফিরে পেতে গিয়ে, অতীত ভেঙে জনম নেয় অবয়বের প্রতিচ্ছবি। পাতাদের সংসারে তারা অচানক ঢুকে পড়ে। তারপর পরস্পরের গায়ে পা বেঁধেপড়ে থাকে নিরুপায়, নিরুত্তাপ। ভিক্টোরিয়ার রাস্তায় যোগ বিয়োগের খাতা খুলে দেখি, তৃপ্তিদায়ক পতনও আরও বাকি সব পতনের মতো।

ইশরত-এ-কাতরা হ্যায় দরিয়া মে ফনা হো জানা,
দর্দ কা হদ সে গুজরনা হ্যায় দওয়া হো জানা
(Ecstatic for a drop is annihilation into the sea pain untold or, is remedy on its own.)

ছেলেবেলা ছিল আমাদের সেইসব ইচ্ছেনদী, অপরাহ্ণের পরিপক্ক রোদের ভেতর থেকে উঠে আসা রোমান্টিকতার পরগরেণু গায়ে মেখে ক্লান্ত, খুঁজে ফিরি হারানো সকাল। ফেলে আসা মুর্ছনায় স্নান করে বরফ রাঙা আমার বয়স্ক আকাশ। পাতার সবুজ আল্পনায় এখনো একসমদ্র ঘোর। পাতালপুরীর সব অবিশ্বাস নিয়ে বিনোদিনী শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। ধূসর মরীচিকা আমার বিবরণ শরীরে লেপের মতো লেপ্টে থাকে। আঙিনায় পৌঁছুলে গ্রহণের সীমা কেবলই জানান দেয়, বিলুপ্ত পরাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের ভ্যাঁপসা গন্ধ একে একে ভীড় করে। অপরিপক্ক অনুভূতির কাছে হার মানে অপরাহ্নের গোপন সুখ। সেকথা বলা হয় নি তাকে বহুকাল, বাকি থেকে গেছে। আলাপী নদীরা একে একে ফিরে গেছে সব। আশা এবং আশঙ্কার তীব্র জলস্রোতে প্রতিবার ব্যর্থ ডুবুরি হয়ে, স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি প্রচ্ছদে সন্ধ্যাপ্রদীপ আর পৃষ্ঠাজুরে রাশি রাশি অপেক্ষারত মেঘের আখ্যান। এভাবে অতল অতীত খুঁড়ে হাতড়ে হাতড়ে আমার একাকী কৈশোর খুঁজে পায় এক-আধটা গঙ্গাফড়িং, সবুজ ঘাসের মাঠ, আটপৌরে গোধুলি। কৈশোর আর যৌবনের মধ্যবর্তী যেটুকু বৈপরীত্য, জানি সেই ঘোরে এ অবেলায় আজ নিভে যাবে চাঁদ, আর আকাশ ভীষণ নিঃসঙ্গতায়।

কয়েদ-এ-হায়াত-ও-বন্দে-এ-গম আসল মে দোনো এক হ্যায়
মৌত সে পেহেলে আদমি গম সে নিজাত পায়ে কিউ
(The prison of life and the bondage of grief are one and the same before the onset of death, how can man expect to be free of grief)

মেঘের আড়ালে চাঁদ নিভে গেলে অন্ধকারে মুরহুমুহু পাল্টে যায় দৃশ্য। আলো-ছায়ার নিরন্তর লুকোচুরি এমন অঘ্রানরাতে। আত্মোপলদ্ধিতে পরপর খুলে গেলে সমূহ জানলা, নিজেকে বড় তুচ্ছ, বড় নিয়তিগ্রক্ত মনে হয়। বিনোদিনী দযাখো, গোপনে আতি সন্তপর্ণে একে একে নিভে যাচ্ছে মাটির প্রদীপ।

আমাদের আঙিনাজুড়ে শুরু হয়েছে নৈঃশব্দের চাষাবাদ। দ্যাখো অন্ধ চাতকের ক্ষোভ নিয়ে কিভাবে একলা বেঁচে থাকে মানুষ। বোঝেনা কেউই, কতটা বারুদ মিশে আছে তার দীর্ঘশ্বাসে। যদিও সে নিজের ছায়ার তুমুল বিরুদ্ধতায় প্রতিবার ভুলপথে, ভুল পদক্ষেপে হাঁটে। তবুও সে জানে বৈদ্যুতিন তারে ঝুলে আছে গতজন্মের মৃত দাঁড়কাক। জানে এই শহরে কারও মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী থাকে না, এমনকী ঈশ্বরও! স্বেচ্ছায় সমাপ্তি ঘোষনা করে যে সমস্ত ঘড়ির কাঁটা মুহূর্তের বিভ্রমে, আদতে তার চোখ বাঁধা। অতএব দৈববাণীর মতো, ঘোষিত হয় তার লিখিত নিয়তি, ''এসো হে শান্ত সুবোধ, স্টেশানের শীর্ণ কুলির মতন অনিচ্ছাবশতঃ টেনে নিয়ে যাও এই জীবন, প্রত্যাশিত অন্তিমের দিকে''।

লেখক পরিচিতি - কবি গদ্যকার প্রাবন্ধিক, নেশায় বাউন্ডুলে, সাংবাদিক। ''আবার চম্বল'' নামক বিখ্যাত উপন্যাস লেখক।

Ext-রা
এক্স-tra

দীপান্বিতা মিত্র

টেপি, ও টেপি, টেপি লো, ওরে ও টেপি।
যাই দিদা।
বলি সকাল থেকে আমগুলো রোদ্দুরে দিতে পারিসনি?
''দিয়েছি তো, আম রোদ্দুরে দিয়েছি, উঠোন ঝাঁট দিয়ে রেখেছি, কমলিকে জাবনা দিয়েছি।''
রাজেশ - কাট্, কাট্, সিন কাট্। কি হচ্ছে কি? এই উনি কে? বার বার সিনে ঢুকে পড়ছেন?
অর্না - দেখছি দেখছি। এই এক্সট্রাদের টিম কে দেখছে? ঐ লাল শাড়ী মোটা মতো ভদ্রমহিলা কে? বার বার ফ্রেমে ঢুকে পড়ছে। গ্রামের ক্রাউড সিন্ ছাড়া আজ এক্সট্রাদের লাগবে না। যান, পিছনে গিয়ে বাসে বসুন সব।ইরিটেটিং !!!
রাজেশ - যাবো এবার? অল্ ক্লিয়ার? এবার সিন্টা নিতে আর প্রবলেম হলে, আমি কিন্তু প্যাক আপ্ করে দেবো।
অর্না - না না আর হবে না, গোপালদা দেখছে ব্যাপারটা।
কি রে শেফালী কাঁদছিস কেন? গোপালদা তোকে কি বললো রে?
বললো কাল থেকে আর কাজে আসতে হবে না। আচ্ছা আমার কি দোষ বল্তো রমা। এদের মেগা তে রোজ ডিরেক্টর বদলায়, রোজই গল্প বদলায়। আগের হপ্তায় জীবনদা বলেছিলো, এই সিনে আমার ঝাঁট দেওয়া আছে, তাই বার বার ঢুকছিলাম। আজ সকালেও গোপালদা কিছু বলেনি আমায়, আর এখন বলছে, আর আসতে হবে না। আচ্ছা আমরা না থাকলে এরা কি করবে রে? আমরা কি শুধুই এক্সট্রা?
হ্যাঁ রে, এক্সট্রা, ফালতু। এক প্লেট ঘুগনি আর পাউরুটির অভিনেতা।
এই শেফালী, শেফালী - এদিকে শোন। তাড়াতাড়ি আয়।
কি হলো আবার? তুমি তো আমায় চলে যেতে বললে, গোপালদা!
শোন না, গৌরবদার প্রোডাক্সনে একটা মোটা মহিলার লাশ লাগবে, চল তুই করে দে।
না গোপালদা, আমি বাড়ী যাচ্ছি, শরীরটা ভালো লাগছে না। আর লাশের অভিনয়ে আনেক ঝামেলা। আমি করবো না।
ইয়ার্কি মারছিস নাকি? আরে গৌরব স্যারের কাজ। তিনশো টাকা দেবে।
হ্যাঁ, সেই এখোন থেকে রাত দশটা অবধি লাশ সেজে পড়ে থাকবো - তিনশো ...ও ...ও টাকা, অনেক গো, অনেক।
শোন্, তুই এতো মোটা আর একটা মোটা লাশ লাগবে তাই তোকে এতো করে বলছি।
না গো, করবো না গোপালদা।
ঠিক আছে, আমিও দেখবো তুই কি করে আর এই ইনড্রাস্ট্রিতে কাজ পাস্।
গোপালদা এখনো বাকি? আর কতক্ষণ এই ভিজে কাপড়ে কাদায় পড়ে থাকবো লাশ সেজে? আমার খুব খিদে পাচ্ছে, শীত-ও করছে।
আরে দাঁড়া, লিড ক্যারেক্টার-ই এখনো রেডি হয়নি, এত ছটফট করছিস কেন?
তাহলে তুমি আমায়, এত তাড়াতাড়ি রেডি করে শুয়িয়ে দিলে কেন? সেই তিন ঘন্টা ধরে শুয়ে আছি, আর মাঝে মাঝে এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।
চুপ কর, কে পুলিশ সেজেছে জানিস? লিড কে? দেবজিৎ। চুপ করে শুয়ে থাক্।
আরে লাশটা কোথায়?
এতক্ষন তো ছিলো!
শালা এইজন্য, দেখে বুঝে এক্সট্রা আনতে হয়
আরে এগারোটা থেকে ফেলে রেখেছে লাশ সাজিয়ে, আর এখন সন্ধ্যে সাতটা। লাশ তো ভূত হয়ে যাবেই। হা হা হা।
গোলাপ তোর মোটা লাশ তো হাওয়া। এবার গৌরব স্যার আর দেবজিৎ তোর কপালে শণি নাচাবে।
না না, মাল কোথাও যায়নি, ঐ তো আসছে।
দাদা আমি ''ভুতুড়ে কান্ড'' তে লাশ সেজেছিলাম। এখন কোন কাজ আছে?

লেখক পরিচিতি - সুশিক্ষিকা, সমাজসেবিকা ও নাট্যকর্মী।

গোপাকে না বলা কথা

রানা পাল

অনেকদিন ধরেই গুনটর গ্রাস এর টিন ড্রাম এর খোঁজ করছি। কিনে পড়ার কথা ভাবতেই পারিনা। পেপার ব্যাক এডিসনের দামই চুয়ান্ন টাকা। গত পরশু হঠাৎ আনন্দর সঙ্গে দেখা ব্রিটিশ কাউন্সিলে। ও বলল, ও নাকি ম্যাক্সম্যুলারের মেম্বার। ও আমাকে বইটা পড়াতে শুনেছিস নয়তো চিনিস,চল চল। টুনটুন হাত ধরে টানলো। খানিকটা লজ্জায় সুমিতা টিফিনবাক্স বার করে টুনটুনের হাতে দিল। আবার কি এনেছিস? শুভাশিষ চিকেন ভালোবাসে তাই। মেখলা ও তো আমার হাতের রান্না ভালোবাসে ... তাই একটু চিলি চিকেন ড্রাই। টুনটুন জড়িয়ে ধরে আদর করলো পারিস বাবা তুই!! চল দেখ সব এসে গেছে। ওপরের বড় হল ঘরে আড্ডা চলছে। সোনালি, চুমকি, রমা, জুই, পৃথা, সঙ্গিতা সব রয়েছে। রয়েছে তাদের বরেরা। এদের সবাইকে সুমিতা বার দুয়েক দেখেছে এ বাড়ির অনুষ্ঠানে, আলাপ পরিচয় ওই টুকুই। তবু মনে হয় যেন গোটা একটা আকাশ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। শ্রাবণী টুনটুনের একেবারে স্কুলের বন্ধু তার সঙ্গেই সুমিতার বেশি পরিচয়। টুনটুনটা যেন কি সবার সামনে এসে শুভাশিষকে বললো 'দেখো তোমার জন্য কি এনেছে? ড্রাই চিলি চিকেন!!' লজ্জা লজ্জা কি লজ্জা!! এতো লোকের মাঝে!! শুভাশিষ লাফিয়ে উঠলো আমার শালীর রান্না, ও চিকেনের ভাগ হবে না। সবাই হোহো করে উঠলো। শ্রাবণীর বর অমিত বললো কেন আমরা কি কেউ নয়? লজ্জায় লাল হয়ে গেল সুমিতা।

তৃতীয় পর্ব, একেবারে হৈ হৈ করে সব শেষ করে দিল। চিকেনের এক টুকরোও আর নেই। টুনটুন এসে বললো সেকি আমার আর নেই। শুভাশিষ, অমিত, সেই লাল চুল, গোঁফ নিয়ে কিশোর (সোনালির বর), ববি (চুমকির বর) সব ধন্য ধন্য করতে লাগলো রান্নার, সুমিতা আনন্দে আটখানা। এতো বছর ধরে রান্না ঘরে কাটিয়ে ও এমন করে কেউ কোনদিন বাহবা দেয়নি। আর একটু বেশি করে চিকেন করলেই ভালো হতে। এর পর আর একটু বেশি চিকেন আনবে, ভাবলো সুমিতা। বড় হল ঘরটার একদিকে সব জড়ো হয়েছে মেয়েরা। সুমিতা ভালো করে দেখলো সবাই খুব সেজেগুজে এসেছে। দামী সিফনের সালোয়ার নয়তো লং ড্রেস পরে আছে সবাই। টুনটুন একটা লং ড্রেস পরেছে সুতির। টুনটুন কোনদিনই বেশি সাজে না। ওরই বয়েস কিন্তু মুখের চামড়া চকচক করে সব সময়। সুমিতা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে নিজের দিকে তাকানো হয়না কত দিন। এদের মাঝে লজ্জাই করে। নাহ আজ সিল্কের শাড়ী না পড়লেই হতো। কত শাড়ী আলমারিতে পরাই হয়না। কোথাও যায়না সুমিতা। জীবনে বিয়ের পর দুটো সিনেমার আর ঋতুকে নিয়ে তিনটে সিনেমা, মাঝেসাঝে মল, আর শাশুড়ীকে নিয়ে ডাক্তার দেখানো ছাড়া আর কোথাও যায়না। সালোয়ার তবুও পরে ঋতু জোর করে পরিয়েছে কিন্তু লং ড্রেস সাহসে কুলবে না। তবে ঋতু পরেছে একটা । এদের মাঝে নিজেকে কেমন বোকা লাগে। টুনটুন এসেই শুরু করলো আমার বোন খুব গুনি জানিস। কি সব রান্না করে। নতুন নতুন সব ডিস। চুমকি কাছে এসে বললো কি কি ডিস রাঁধো তুমি?? টুনটুন যে কি করে না খুব লজ্জায় ফেলে। অনেক খাবার সরবত এর আয়োজন করেছে। লিমকা, ফ্রুট জুস, চিকেন পকোড়া, মাছ ভাজা, ।এ ছাড়া বিরিয়ানি আর কাবাব।এতো খাবার যে কে খাবে??টুনটুন এর সবেতে বাড়াবাড়ি। শুভাশিষ এর ৫০ বছর হয়েছে গত মাসে, কাজের জন্য কলকাতায় ছিল না তাই কিছু করা হয়নি। তাই এখন get together ছেলেরা টিভিতে আই পিল এল দেখছে বোধহয়।একটু বিয়ার ও খাচ্ছে। সুমিতা চুপ করে দেখলে। দেবেন্দর অফিসের পার্টিতে মাঝে সাঝে খায়। টুনটুন এসে টিভিটা বন্ধ করলো। ছেলেরা সব হাহা করে উঠলো আর আই পি এল হবে না। এবার গান হবে। গান চালানো হলো। সোনালী তার লাল চুল আর মোটা সোনার চেন পরা স্বামির সঙ্গে নাচতে লাগলো। ''আজীব দাসতায়ে হ্যায় ইয়ে''। সুমিতা হাসছে, সবাই হাততালি দিচ্ছে।
চতুর্থ পাঠ - জুই, গেয়ে উঠলো ''তু জাহা জাহা চলেগা মেরা সায়া সাথ হোগা'', শুভাশিষ গলা মেলালো। শুভাশিষ এগিয়ে এসে টুনটুনরে হাত ধরলো। টুনটুন ও গলা মেলালো। সুমিতা হাসছে, ভিতর থেকে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। শেষ কবে দেবেন্দ্র তার হাত ধরেছে মনে পড়ে না। কাজের কথা ছাড়া একটা বেশি কথা কি বলতে নেই? নাহ থাক আজ ও সব কথা মনে আনবে না। বাকি সবাই ও গাইছে কেউ তাদের বরেদের পাশে বসে তাল মেলাচ্ছে। শুভাশিষ টুনটুনের হাত ধরে টানছে, টুনটুন মিষ্টি করে হেসে হাত ছাড়িয়ে কি যেন বললো!!! টুনটুনের এই এক জিনিস সব করবে কিন্তু অসম্ভব মার্জিতবোধ!! সেই ছোট থেকে দেখছে, কিছুতেই গা ভাসিয়ে দেবে না। ঠিক বড় মামার মতো। বড়মামা অন্ধের মতো ভালোবাসতো মেয়েকে। মেয়ে ও তাই বড়মামার পছন্দ অপছন্দের দাম টুনটুনের কাছে খুব। শুভাশিষ গিটার বার করেছে। সবাই গলা মিলিয়েছে ''যব কৌই বাত বিগর যায়'' উফ কতো মাস পর আজ একটু হাসতে পারছে। বিয়ের পর থেকে মেপে হাসা, মেপে কাঁদা এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে, ঋতুটা না থাকলে!!!??? বিয়ের সময় বাবা শুধু ছেলেটাকে দেখলে আর কি কিছুই দেখতে নেই??? থাক ও সব কথা। টুনটুন সব বোঝে, তাই ওকে কারনে অকারনে বার করে আনে। গান জমে উঠেছে। তার মধ্যে টুনটুন আর শ্রাবনী উঠে মেখলা, রূপসা, নীল, রুকু সকুর খাবারের ব্যবস্থা করে এলো। মেখলা ঝাল খেতে পারেনা, বিরিয়ানিতে ও ঝাললাগে। রূপসার এলার্জি আছে। সব খেতে পারেনা। ওদের জন্য বাড়ির রান্না। মাটন আর পোলাও। চাটনি, আইস ক্রিম, সুমিতা দেখলো, সোনালী উঠে গিয়ে অমিতের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো। যেভাবে টানছে সুমিতা বুঝলো এটা রোজ নামচা। ওর দেখা দেখি সঙ্গিতা ও গিয়ে ধরালো! অথচ রমা, পৃথা এতো বছর বিদেশে থেকেও না নিল সিগারেট না বিয়ার। এতো গুলো বাচ্ছা রয়েছে কোন হুঁশ নেই!!! হঠাৎ সেল ফোনটা বেজে উঠলো, ঋতুর ফোন। মা আমাদের কি এবেলায় মাছ না চিকেন?? উফ্ তোদের তো বলে এলাম, তোদের চিকেন, দাদুদের মাছ। পারবি তো সব ঠিক মতো দিতে? মা!! আমি পারবো। তুমি আনন্দ করো, মা তুমি তো মেখলার কাড়বেরী ফেলে গেছো! উফ্!! তাই ভাবছে কি যেন ফেলে আসছে! আজকাল কিছুই মনে থাকে না।
পঞ্চম অধ্যায় - মেখলা পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে। আলোকের

সেই চোখ দিয়ে আমি আবার আমার আদিত্য কে দেখি ...
আদিত্য তোমার বাবা কয়েক বছর আগে নিজের চোখ দুটি আই ব্যাঙ্ক কে দান করে গেছেন, তার শেষ ইচ্ছে ছিলো যে তার চোখ দুটি দিয়ে আলো এই পৃথিবী টা কে দেখুক, আই ব্যাঙ্ক থেকে দুজন ডাক্তারবাবু এসেছেন। ডাক্তার কাকুর কথায় ঘোর কাটলো আদিত্যর। পাশে বসা আলোর নিষ্প্রাণ চোখ দুটোও কি ক্ষনিকের জন্যে প্রাণ ফিরে পেলো? কিঙ্করবাবু এবার দুর্বার কান্নায় ভেঙে পড়লেন আলোকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে।
আদি উঠে দাঁড়িয়ে একবার বাবার দেহের দিকে দেখলো, তারপর ডাক্তার কাকুর দিকে তাকিয়ে বললো ওদের ভিতরে আসতে বলুন কাকু, আমিও চাই বাবা আলোর জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে আমাদের আকাশ কে আলোকিত করক। কথা বলতে বলতে আবেগে আদিত্যর গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। কিছু দূরে শুয়ে থাকা একজন মানুষের নিষ্প্রাণ চোখ দুটিও কি ক্ষনিকের জন্য গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো?

লেখক পরিচিতি - শেষঅঙ্ক, মন্দবাসার গল্প ও বর্তমানে সুরিন্দর ফিল্মসের স্ক্রিপ্ট রাইটার।

সব চরিত্র কাল্পনিক

সুব্রতা চক্রবর্তী

পার্ট ১ আজ সুমিতার খুব আনন্দ, কোন ভোরে উঠে পড়েছে। বর আর মেয়ের টিফিন, শাশুড়ী শ্বশুরের Breakfast, ওনাদের দুপুরের রান্না করে বেড়োতে হবে। আজ কাল একটু হাঁপিয়ে ওঠে, বেশি দৌড় ঝাঁপ করলে। তা হোক প্রায় দু মাস পর আজ একটু বেড়োবে, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। ২৬ বছর বিয়ে হয়েছে, একটা মেয়ে ২০ বছর বয়স তার তবুও এখনও নিজের মতো বাঁচতে পারেনা। সে যাই হোক কতদিন পর আজ একটু হাসবে, মন খুলে কথা বলবে। বর দেবেন্দ্র খুব ভালো তাকে যত্নে রেখেছে কিন্তু সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর আর যত্ন!!! এ বাড়ির কারো তার হাতের রান্না ছাড়া মুখে রোচেনা কিন্তু রান্না মাসির ও সম্মান আছে তার নেই। সে যাহোক। আজ সে খুব হাসবে। সুমিতার খুব ইচ্ছে আজ ওদের জন্য নিজের হাতে একটু চিকেন নিয়ে যাবে। রান্নার মাসি তার হতে হাতে একটু কেটে বেটে দিলেই হয়ে যাবে। ''মা তুমি এত ভোরে রান্না ঘরে কি করছে?'' ঋতু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তাহলে কি অনেক বেজে গেল???!! এই এক মাত্র ঋতু তাকে বোঝে। সে কিছু বলার আগেই ঋতু ঠিক বুঝে যায় তার কষ্ট। ঋতু আগের জন্মে ওর মা ছিল বোধহয়। মা তোমাকে যে বললাম আজ রান্নার ঝামেলা করোনা, তুমি তাড়াতাড়ি মাসির বাড়ি চলে যাও। কি যে বলিস? তোর বাবা বুড়ো মানুষ দুটো কি না খেয়ে থাকবে? তাহলে আর কি সারা দিন ধরে ওই করো। টুনটুন মাসি বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি যেতে। আরে বাবা তুই ভাবিস না সময়ের আগেই সব করে ফেলবো তুই দেখ। ঋতু গজগজ করতে করতে ঘরে গেলো। টুনটুন তার মামাতো বোন। তারা দুই বোন পিঠোপিঠি। ছোট থেকেই খুব ভাব তাদের দুটিতে। আজ টুনটুনের বাড়িতে get together. টুনটুনের সব বন্ধুরা আসবে। সুমিতা ছাড়া আর কোন আত্মীয়কে বলেনি টুনটুন। সুমিতা ভাবতেই পারেনা যে টুনটুন তাকে এখনো এতো ভালোবাসে!! সুমিতা তো ভাবতেই পারেন ও টুনটুন তাকে এই আড্ডায় ডাকবে। টুনটুনের কিছু বন্ধু নাকি বিদেশে থাকে, তারা ও আসছে। আজ খুব আনন্দ করবে সুমিতা। অনেক দিন পর প্রাণ খুলে হাসবে! বড় মামা মারা যাবার পর টুনটুন মামাবাড়িতেই থাকে তার পরিবার নিয়ে। পরিবার আর কি বর আর মেয়ে। ঋতুর থেকে অনেক ছোট মেয়ে। এখন ও স্কুলে পরে। শুভাশিস টুনটুনের বর খুব ভালো ছেলে। টুনটুন তার বড় মামার মতো কলেজে পড়ায়। কলেজ, পড়ানো, মেয়ে মানুষ করেও বরের সঙ্গে সিনেমা যায়, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয়, আবার বছরে দুই একবার কি সব আশ্রমে গিয়ে কি সব ধায়ন করে আসে। সুমিতা ভাবে তার তো বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পাঁচালি পরারই সময় হয়না। টুনটুন ও খুব রাগ তার এই সারাদিন রান্না ঘরে কাটানো কি করবো!!!?? উপায় যে নেই। আজ টুনটুনের বাড়ি ভরতি লোক। শুধু তার কথা ভেবে দুপুরে আয়োজন করেছে টুনটুন। রমা এসেছে সুদুর আমেরিকা থেকে, বছরে একবার করে আসে, পৃথা এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, তা ছাড়া চুমকি, সোনালি, জুই শ্রাবণী, সঙ্গিতা সবাই হাজির। জুই যদিও টুনটুনের ঠিক বন্ধু নয়, প্রতিবেশী কিন্তু টুনটুন ওকে খুব ভালোবাসে। সোনালিকে এর আগে একবারই দেখেছে সুমিতা। সোনালির বর নাকি মুম্বাইয়ে খুব বড় businessman. চুলগুলো, গোঁফ সব লাল রং করা, গলায় দুটো মোটা সোনার চেন, হাতে মোটা সোনার চেন, আঙুলে মোটা মোটা আংটি, বুকের সব কটা বোতাম খোলা!!! অনেক টাকা থাকলে কি মানুষকে এমন সাজতে হয়। কি জানি বাবা !! দেখেতো বেশ ভয় লাগে।

দ্বিতীয় পাঠ, শ্রাবনীর দুই ছেলে রুকু আর সুকু আইন পড়ছে। পৃথার মেয়ে রূপসা বিদেশে থেকেও দারুন বাংলা বলে। রবিঠাকুরের কবিতা দারুণ আবৃ তি করে। চুমকির এক ছেলে ক্লাস টেনে পড়ে, দারুণ ছবি আঁকে। টুনটুনের মেয়ে মেখলা ক্লাস নাইনে পড়ে। দুটোবড় বিনুনি ঝুলিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান করে। রুকু, কুকু, রুপসা, মেখলা আর চুমকির ছেলে নীল নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছে, মজার কথা বলে গড়িয়ে পড়ছে। মেখলা দৌড়ে এসে সুমিতাকে চুমু খেলো। সুমিতা ও খেলো। মন টা ভরে গেলো। রান্না ঘর থেকে শোয়ার ঘর এই তার দুনিয়া। যত দিন ঋতু ছোট ছিল ঋতুকে নিয়ে স্কুলে নিয়ে যেত। পরে পুল কার হলো তার বাইরে যাওয়া ও বন্ধ হলো। বড় কষ্ট হয়, এই জায়গায় এলে তবে মনটা ভালো লাগে। ঋতুর কথা শুনলেই হতো সেই বেড়োতে দেরি হলো। ঠিক বেড়োনোর সময় মা চা চেয়ে বসলেন। টুনটুন শুভাশিষ কাউকে ঠিক হাতের কাছে পাচ্ছেনা যে চিকেনটা দেবে। এখন মনে হচ্ছে না আনলেই হতো। কি রে এখানে চুপকরে বসে আছিস কি? চল তোকে আলাপ করিয়েদি। তুই তো আমার সব বন্ধুদের নাম পারে। আর ওর সঙ্গে দেখা করার কথা ব্রিটিশ কাউন্সিলেই। সেখান থেকে যাব ম্যাক্সমুলার, এরকমই কথা।
সকালে কাগজে দেখি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কাল খুব গন্ডগোল হয়েছে। আজ ডেকেছে স্ট্রাইক। গন্ডগোলের কথা জেনেই মনে হল গোপাকে একটা টেলিফোন করি। ও ওখানকার ইংরিজীর ছাত্রী। ওর কিছু হয়নি তো? তারপর মনেহল আজ যখন হরতাল ও তো ইউনির্ভাসিটি যাবে না। ওকে না হয় বলা যাক ব্রিটিশ কাউন্সিলে আসতে।
ওর সঙ্গে আমার প্রথম যেদিন দেখা হয়েছে, ঠিক সেদিন না হলেও, তার কিছুদিনের মধ্যেই আমার গভীরে, অনেক অনেক গভীরে, একটা ব্যাথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। ওকে কিছু বলতে না পারার ব্যাথা। ভোরের আলোর মতো খুশী ভরা যে কথা, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে দুরন্ত হাওয়া বুকে ঠেলে ছুটে যাওয়ার উচ্ছলতা ভরা যে কথা সেই কথা। লাখো চেষ্টায় ফালা ফালা হয়ে যায় এই বুক। গোপার জন্যে দুর্বলতাকেও যেন অন্য কোনো দুর্বলতা ছাপিয়ে যায়। তাকে বলা হয়না সে কথা।
আজও এভাবে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফোনও করা হল না। তবু মনের মধ্যে বার বার ঘুরপাক খেতে লাগলো, ইস্ যদি আজ গোপা ব্রিটিশ কাউন্সিলে যায়, যদি দেখা হয়। কত দিন গোপাকে দেখিনা। প্রায় দু'মাস হতে চলল। ওকে শেষ দেখেছিলাম...
সেদিনটা বেশ মনে আছে। আলিয়াঁস ফঁসে থেকে বেড়িয়ে আমরা পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। সেদিন অনুরাধাও আমাদের সঙ্গে ছিল। কি করে যে আমরা স্বপ্ন দেখার বিষয়ে এসে পড়েছিলাম, সেটা আর মনে পড়ছে না।
গোপা একটা অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলেছিল, ও বলেছিল, আমার গ্রেভিয়ার্ডে হাঁটতে খুব ভালো লাগে। স্বপ্নেও তাই দেখছি। একটা নির্জন গ্রেভিয়ার্ড দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। দেখি, আমার পাশে একটা বড় চৌকো পাথর মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো।
অনুরাধা চোখ বড় বড় করে বলেছিল, বাবা কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টর ব্যানার্জীর ছবি অগাষ্ট রিকোয়েম'এর একটা স্টিল শট' এর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল গ্লোরিয়া ছবি'র সেই বিখ্যাত শেষ দৃশ্য। আমার কেন যে সব কিছুই বিভিন্ন চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। মুখে বলেছিলাম, থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী লেন?
গোপা বাধা দিয়ে বলেছিল, এ স্বপ্নটা আমি পর পর বেশ কয়েকদিন দেখেছি। তখন আমি ক্লাস নাইন কি টেন এ পড়ি। তখন থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী লেন কোথায়?
অনুরাধা ভেবেছিল স্বপ্নটা শেষ। ও কি যেন বলতে শুরু করেছিল। গোপা ওকে থামিয়ে দিল, তারপরে শোন না। সেই যে চৌকো পাথরটা উঠে এলো, তার ওপর দেখি আমার নাম খোদাই করা।
আমি আর অনুরাধা দু'জন গোপার দু'পাশে হাঁটছিলাম। দু'জনে এক সাথে চমকে ওর দিকে ফিরে তাকালাম। গোপা বলে চলল, কিন্তু ডেট দেখতে পেলাম না। এই স্বপ্নটা আমি দিনের পর দিন দেখেছি। প্রতিবারই ভীষণ চেষ্টা করেছি, কিছুতেই ডেটটা দেখতে পারিনি, কিছুতেই না।
একটু আগেই বললাম, সব কিছু আমার ছবির মতো করে মনে আসে। আমি কোনো দিন ছবি করলে, এই শটটা রাখব। এ কথাটা মনে মনে বার দুয়েক বলেছিলাম। কিন্তু ওদের বলতে পারিনি। আমার ফিল্ম করার কথা শুনে ওরা যদি হাসে। শুধু বলেছিলাম, ব্যাপারটা পুরো ফিল্মিক।
গোপা বলল, প্রফেসর শুনে বলেছিলেন, আমার পোয়েটিক চিন্তাধারার ফসল নাকি এই স্বপ্ন। আমি মনে মনে, শব্দ দুটো নিয়ে নাড়া চাড়া শুরু করেছিলাম। ফিল্মিক আর পোয়েটিক, এদের দুরত্বটুকু কতখানি? এই দুটো ব্যাপার মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলে, সেটাও কি আর এক স্বপ্ন?
আমি ব্রিটিশ কাউন্সিল পৌঁছোলাম আড়াইটার কাছাকাছি। গ্রিলের দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে, কাঁচের দরজার সামনের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই ভেতরে তাকিয়ে দেখি গোপা। প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কারণ এর আগে অনেক জায়গাতেই অনেককে মনে হয়েছে গোপা। কিন্ত পরে নিরাশ হতে হয়েছে। না, এবার আর ভুল নয়, এ সত্যিই গোপা। তবে আমার চিন্তার সঙ্গে বাস্তবে এমন মিলে যাওয়া আমার জীবনে এই প্রথম। একেই কি টেলিপ্যাথি বলে?
গোপা বই বাছতে ব্যস্ত ছিল। ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে হ্যালো বলতেই, ও মুখ তুলে তাকালো আর আমাদের দু'জনের চারপাশে আলো ছড়িয়ে হাসলো। ওর গাঢ় চোখ দুটোর দিকে তাকালে বুকটা এতো হালকা হয়ে যায়। হঠাৎ কোথা থেকে যে এত উৎসাহ পেয়ে যাই। মনে হয় আমাদের এক দেখা হওয়া থেকে পরের দেখা হওয়ার দুরত্ব অনেক বেশী। একে কমানো উচিত, গোপার সঙ্গে একদিন কিছুক্ষন কাটালে মনে হয়, মাইলের পর মাইল অনায়াসে দৌড়ে যেতে পারি। দশ বছর আয়ু বেড়ে যায়। অথচ জানি না এর পরেই আবার কবে দেখা হবে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপার দুটো বই নেওয়া হতেই, আমরা লাইব্রেরী থেকে বেড়িয়ে এলাম। লেফট লাগেজ কাউন্টার থেকে ওর বই পত্র ছাতা ঠাসা মেরুন ব্যাগটা আর মেরুন ফাইলটা ফেরৎ নিতে নিতে আমায় জিজ্ঞেস করল, তুমি পড়াশুনো করলে না?
আমি বললাম, তোমার সঙ্গে এতদিন পর দেখা হ'ল। ও হাসল। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কোথায় যাবে? ও সংক্ষেপে বলল, বাড়ি।
তোমার কি খুব তাড়া আছে?
কেন?
হাতের নেগেটিভের খাপটা দেখিয়ে বললাম, কয়েকটা ছবি প্রিন্ট করতে দিয়ে যাব। যদি
লিন্ডসে নামব বলে একটা ডাবল ডেকারে উঠলাম। নো এন্ট্রি দেখে সব বাসই ঘুরে যাচ্ছে। অতএব সেই পার্ক স্ট্রীটেই নামতে হল। অতঃপর হাঁটা। আমরা যখন মিউজিয়ামের সামনের ফুটপাথ পেরিয়ে যাচ্ছি, গোপা তখন বলল, লোরেটোতে একজন প্রফেসর আছেন, তিনি হস্তলিপি বিশারদ। গোপা ওর এক বন্ধুর সাথে তার কাছে গিয়েছেল। তিনি ওর লেখার বিশ্লেষণ করে বলছেন, ও নাকি ল পড়লে খুব উন্নতি করবে। স্পেশালি ক্রিমিনাল ল।

সদর স্ট্রীট পার হতে হতে আমি বললাম, তোমার ল পড়ার ইচ্ছে?
ও মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তবে হাজরা ল কলেজে পড়ব না। কথাটা আরো এগোবার আগেই আমরা মন্তাজ'এ পৌঁছে গেলাম। ওখানে ছবি প্রিন্ট করতে দিয়ে, বাইরে এসে বললাম, কফি খাবে?
আমাকে হতাশ করে ও বলল, না, এখন বাড়ি যাব। আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে নিজেই বলল, মানে বাইরে এখন কিছু খাওয়া বারণ। মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তো।
অনেকদিন আগে পাটনায় থাকা কালীন ওর একবার ফুড পয়জনিং হয়েছিল। আমি তাই বললাম, কেন সেই পাটনার মতো হয়েছিল নাকি?
ও বলল, না তেমন কিছু না, মা'র ধারণা বাইরে নিশ্চয়ই ফুচকা টুচকা খাই। আর সেসব খেয়েই এই সব।
আজকের রোদটা খুব চড়া, ওকে বললাম, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে যেতে। ভাবছ আমার পাল্লায় পড়ে এতো হাঁটতে হচ্ছে।
ও বলল, না, আজকে এসে থেকেই বাড়ি যাবার তাড়া ছিল, গত কাল গন্ডগোল হয়ে গেছে তো, মা চিন্তা করবে।
বাস স্টপে কোনো ছাউনি নেই। রোদ্দুর আড়াল করে ওর মুখে ছায়া ফেলে দাঁড়ালাম। এতে ওর কুঁচকানো চোখ অনেক সহজ হল, বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে গোপার সঙ্গে আবোল তাবোল আরও কত গল্প হল। আমাদের কোলাঘাটের পিকনিক ভেস্তে যাওয়া, ইউনিভার্সিটি থেকে তিনশ টাকায় আন্দামান যাওয়া, ক্লাস না থাকা দিনে এল নাইন এ চড়ে ডানলপ অব্দি যাওয়া এবং আসা, আমাদের দুজনের প্রিয় বান্ধবী অনুরাধার কথা, অপর বান্ধবী কাবেরী বলেছিল, সন্ধ্যেবেলা আলিয়াঁসে যেতে, এমনি আরো কত হাবিজাবি কথা। শুধু বলা হয়নি সেই কথা। সেই কথা, সেই কথা, সেই কথা। যে কথা ভোরের আলো হয়ে দুরন্ত হাওয়া হয়ে, তছনছ করছে বুকের দেরাজ।
হঠাৎ যেন হঠাৎই নির্দিষ্ট বাস এসে পড়ে। অল্প ঘাড় হেলিয়ে, নিঃশব্দে চলি বলে, গোপা চলে যায়। যতক্ষন দেখা যায় ওর বাসের দিকে তাকিয়ে থাকি আর মনে মনে ভাবি, সেই কথা যে তোমাকে আমায় বলতেই হবে। অস্ফুটে বলেই ফেলি, আবার তোমায় কবে দেখব গোপা?
(গল্পটির সময়কাল ১৯৮৪)
রানা পাল
লেখক পরিচিতি বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ও সুলেখক

পারুলবালার সংসার

সুপর্ণা ভট্টাচার্য

নাম ছিলো পারুলবালা। তা সে নাম ছোটো হয়ে পারুল। সে পাঁচ বাড়ি কাজ করে। ভোর থেকে দু পুর অবধি। তার বর সুবল সারারাত মাছ ধরে। সে মাছ পাইকিরি বাজারে দিয়ে বাড়ি ফেরে। পারুলের তখন দু'বাড়ি কাজ সারা হয়ে যায়।
ওদের ছেলে পিকলু ট্রাক চালায়। সুবল ছেলের নাম রেখেছিলো সুবিনয়। কিন্তু পারুলের দেওয়া পিকলু নামটাই রয়ে গেছে। পিকলু কোনো এককালে ইস্কুলে যেতো, খাতা কলমে নাম ছিলো, সুবিনয় দাস। আধার কার্ড আর রেশন কার্ডেও সুবিনয় দাস। না হলে পিকলু। পিকলু পাঁচ, ছয় বা সাতদিন টানা ট্রাক চালায়। তারপর টানা দু দিন মদ খায়। হ্যাঁ, গাঁজাও খায়। পিকলু পয়সা নয়ছয় করে। পারুল চিল চীৎকার করে মাঝে মাঝে দু-একশো টাকা হাতায়। পারুলবালার ব্যাঙ্কের বই আছে। পাশ বইয়ে তিন হাজার টাকা রয়েছে তার, মাসে মাসে একশো টাকা দেয়। পিকলুকে বলে বলেও কোনো বই সে ব্যাঙ্কের করাতে পারেনি।
পিকলু খারাপ পাড়াতেও যায় কারণ পিকলুর বাড়ি থাকলেই প্রেম পায়।
পারুল বাড়ি বাড়ি কাজ করে জেনে গেছে, রান্নাঘর কে কিচেন আর মুরগির মাংসকে চিকেন বলে।
পারুল যখন বাড়ি ফেরে তখন সুবলের বসানো হাঁড়ির ভাত প্রায় হয়ে আসে। ভাতের গন্ধে ভরে যায় চারিদিকে। পারুল তার কিচেনে থেবড়ে বসে। তর সয়না। সুবলকে মুখ ঝামটা দেয়। সুবল কানা উঁচু সিলভারের থালায় ডাবু হাতা দিয়ে ফ্যান শুদ্ধু ভাত তুলে দেয়। উনুনের পাশের তেলের শিশি থেকে তেল ঢেলে দেয় এক ছটাক। নুন দেয়। সবুজ কাঁচালঙ্কা। পারুল লম্বা শ্বাস নেয়। হাপুস হুপুস করে খেতে থাকে। আগে থেকে রেঁধে রাখা তরকারি দেয় বাটি করে। এক একদিন এক একরকম। পারুল চেটেপুটে খায়। সুবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ভালোবাসা জাগে।
সুবলের গাযে, হাতে মাছের গন্ধ। পায়ের আঙুল জলে ভিজে সাদা। সেই সুবল কেমন গন্ধরাজ লেবুপাতার গন্ধ পায় পারুলের থেকে।
ছেলে বাড়ি থাকলে অল্প মাছ নিয়ে আসে, সুবল। সব আর পাইকারি বাজারে দেয় না।
কেটে, ধুয়ে, ভেজে সেই মাছ রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে কষিয়ে রাঁধে।
পারুল টিপ্পুনি কাটে, ছেলে থাকলে কত সোহাগ করা হয় তাকে, আমি তো পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা
সুবল হেসে বলে, ছেলেকে হিংসে করতে নেই
পারুল মুখ ছোটায়, হাড় পিত্তি জ্বলে যায়, হাসি দেখলে
সুবল আরো চওড়া হাসে।
সন্ধ্যা হলে সুবল বের হয়।
পারুল রোজ মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলে দুগ্গা দুগ্গা।
যতদুর সুবলের পিঠ দেখা যায়, ততদুর তাকিয়ে থাকে।
তারপর সে বড়ো চুপ হয়ে যায়।
রাতে একা বিছানায় হাত বোলায় আর শুয়ে শুয়ে ভাবে, এবার পিকলুর বিয়ে দেবে।
পিকলু ঠিক তখনই ধূ ধূ রাস্তায় ট্রাক চালায়, নাহলে রানী বা পলির ঘরে মদ খায়।
আর সুবল, গভীর জলে জাল ফেলে
ছপাৎ... ছপাৎ.. ছপাৎ...
লেখক পরিচিতি - নাট্য জগতের সুপরিচিত নাম। একাধারে নাট্যকার, অভিনেত্রী ও নিজস্ব নাটকের দল অঙ্গনের সাথে সাথে বজবজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্বপ্নর সাথেও জড়িত।

অস্তিত্ব

শুভশ্রী সাহা

এ রকম এত বড় একটা ধাক্কা পরিবারের মধ্যে আর কোনদিন খায়নি সজল।
১০০ বার্ণ মলি সাদা কাপড়ে মোড়া শরীর নিয়ে, উঠোনে শুয়ে আছে ফুলের পাহাড়ে!
আর শরীর ই বা কি তাকানো যাচ্ছে না বিজনের দিকে একদম।
খুড়তুতো ভাই টা বোবার মত ফ্যালফেলিয়ে বসে আছে বাকশক্তি হীন হয়ে। আর হবেই তো! বিজনের বউ মলি শেষ মানে, বিজন ও ফিনিশ তা কে না জানে। সেই বিজন যাকে সব ম্যাদা মারা বেজো বলে, ডাকতো, যার মুখ থেকে কথা বেরোতো না, এই ইংলিশ বাজারে এখন রমরমে বিরাট ষ্টেশনারী দোকানের মালিক। জেরক্স আর সাইবার কাফে সদ্য দিয়েছে, ভালো চলছে সেটাও। আর এই সব কিছু একমাত্র মলির জন্য। মলি সেই মেয়ে যাদের পি আর রেটিং সর্বদা উর্ধ্বগামী। কথা বার্তা দেখা শোনা মানুষের সাথে কায়দার কানুন মেলামেশা, কাজ বের করে নিয়ে আসা সব জানতো। মলি মানেই বিজন, বিজন মানেই মলি। মলির ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্যেই বিজনের বিয়ের পর এত উন্নতি, আজ এখানে। বিজনের কথা ভেবেই সজল বোধ শুন্য হয়ে যাচ্ছে। মলি ছাড়া ঘর সংসার আত্মীয় স্বজন ছেলে মানুষ, রান্না বান্না, সব আর কে দেখতো! ব্যবসার আসল মাথা তো মলি ই ছিল। এটা ঠিক মলি বিজনের মাকে তাদের সাথে এক বাড়ীতে আল্যাউ করতো না। কিন্তু দায় দায়িত্ব আসা যাওয়া দেওয়া থোওয়া কিছু কম তো নয় ই বরং বেশি ই করত। শুধু বিজনকে শিখিয়েছিল কেমন করে আজকের দিনে পা ফেলতে হয়, না বলতে হয়, গুছোতে শিখতে হয়। পরিবার মানে বউ আর বাচ্ছা। বাকিদের ফিল গুডে রাখতে হয়।
অমন একটা চড়কো মেয়ের কিনা সামান্য ভুলের জন্যে জীবন টাই গেলো। দিব্যি খাইয়ে দাইয়ে বিজনকে দোকানে পাঠিয়ে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে মলি বাড়ি এসে প্রেশারকুকারে ডাল বসিয়েছিল বোধহয়। ব্যাস, দেখেনি খেয়ালকরে, সিটি আটকে পুরো প্রেশার কুকার বারস্ট করে মুহুর্তে মলি ঝলসে পুড়ে শেষ। বিরাট আওয়াজ হয় একটা। হসপিটালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা আর হলোনা। পুড়ে গেল বিজনের কপাল, সাজানো সংসার টাও।
মলিকে দাহ করে এসে বিজন ফাঁকা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। কলি এসে চা দিলো হাতে। ডুকরে কেঁদে উঠল সে জামাইবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে। কলি মলির পুরো উলটো মানুষ। বড় নরম, ধীর স্থির। বিজন ও কেঁদে উঠে কলির নরম পিঠে মাথা দিল। কি করবে সে আর। কিই বা করতো। মলির সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচার জন্যে, নিজের অস্তিত্ব, নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গ, টুকরো টুকরো ভালোলাগা ভালোবাসা নরম দিন গুলিকে বাঁচানোর জন্যে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না কিছু।
চোখ গেল বিজনের- কোণের, বড় টব টার দিকে। সেখানে পাঁচ লিটারের কুকারটার লিডের আসল ওয়েট টা লুকিয়ে রাখা আছে।
লেখক পরিচিতি - সাহিত্য কর্মের সাথে গানবাজনা ও শ্রুতিনাটক শিল্পী। সানন্দায় প্রকাশিত পাঠকের চিঠি, ভ্রমন, রেওয়া, বহুস্বর, কফিহাউস, সোনালী সকাল সহ বহু পত্রিকাতে তিনি কলম ধরেছেন।

অনু গল্প

ধ্রুবতারা

সঞ্জীব ব্যানার্জী

ভোর রাতের গভীর ঘুমের মধ্যে ধ্রুববাবু চলে গেলেন। প্রতিবেশী কিঙ্করবাবুর ফোন পেয়ে মুম্বই থেকে কলকাতায় উড়ে এলো আদিত্য, ধ্রুববাবুর একমাত্র ছেলে, বাবা তার জীবনের অনুপ্রেরণা, আজ যে সে জীবনে যা যা পেয়েছে, সবকিছুই তার বাবার উৎসাহ। বাবার মৃতদেহের সামনে সে চুপ করে বসে রইলো অনেকক্ষন, তার পাশেই চুপচাপ বসে আছে পাশের বাড়ির কিঙ্করবাবুর মেয়ে আলো। বারো বছরের হাসিখুশি ফুটফুটে মেয়েটা চোখে দেখতে পায় না অথচ তাই নিয়ে কখনো কোনদিন কারো কাছে কোন নালিশ জানায়নি। আদিত্য জানে যে ধ্রুববাবু সর্বদা নিজের চোখ দিয়ে আলো কে পৃথিবীর রং, রস, আলো, জীবন স্পর্শ করানোর চেষ্টা করতেন। পঞ্চান্ন বছরের ধ্রুববাবুর একমাত্র বন্ধু ছিলো এই বারো বছরের আলো। আলোর নিষ্প্রাণ চোখ দুটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আদিত্য, তারপর ধীরে ধীরে নিজের হাতটা পাশে বসে থাকা আলোর মাথার উপর রাখলো সে, তারপর দেখলো ধ্রুববাবুর নিষ্প্রান শরীরের দিকে।
আদিত্যের মনে হোল বাবা যেন ফিসফিস করে তার কানে কিছু বলতে চাইছেন। নিজের খুব কাছাকাছি বাবাকে যেন অনুভব করলো আদিত্য। বাবা যেন বলছেন তুই কি জানিস কেন তোর নাম রেখেছিলাম আদিত্য? আদিত্য র অর্থ সূর্য্য। সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মিতে উজ্জ্বল আকাশে, অন্ধকারের যে কোন জায়গা নেই, আলোর অন্ধকার আকাশ টা কে আলোকিত কর, আমার স্বপ্ন টা কে বাঁচিয়ে রাখা, আমাকে ধ্রুবতারা করে আলোর আকাশে বাঁচিয়ে রাখ আদি,

Koshe Kosha
bengali cuisine at its best
+91 9830 94 94 94

KOLKATA | BANGALORE | SILIGURI
SHANTINIKETAN | DIGHA

Biryani Kolkata
From the house of KosheKosha

1st Floor 12, Mondal Para 1st Lane, Behala
Ph - +91 090 3800 6450

goSsip
Your neighbourhood restopub

+91 33 4062 0747

UNS 77, Unnayan The Commercial Complex,
1050/1 Survey Park, Kolkata, West Bengal-700075
Ph - 033 4600 0847 / 082 7600 1028

More goSsip
Your neighbourhood restopub

+91 8276 001 028

UNS 59, Unnayan The Commercial Complex,
1050/1 Survey Park, Kolkata, West Bengal-700075
Ph - 033 2418 8348 / 033 4062 0747 / +91 75950 777 31

MANASI
Supporting Mankind

4TH BLOOD DONATION CAMP ON 14TH JULY 2019 AT MANASI OFFICE

CO POWERED BY AMRA MEYRA

MANASI
Supporting Mankind

MEDICAL CAMP AT SAUJATYA HOME ON
2ND SEPTEMBER 2018 & AGM OF MANASI 2019

Space Donated By Raja Royalz

MANASI
Supporting Mankind

WINNING PICTURES OF SIT AND DRAW AT PRATYUSH

IT'S A MANASI INITIATIVE

MANASI
Supporting Mankind

PRATYUSH CAMP ON 24TH MARCH 2019
SIT &DRAW COMPETITION &DISTRIBUTION
OF SCHOOL BAG TO ALL CHILDREN

Space Donated By Mr Tilak Dasgupta

MANASI
Supporting Mankind

RAKHI UTSAV 2019 ON 14TH AUGUST 2019 AT NEWLIGHT HOME

MANASI
Supporting Mankind

DRAWINGS OF MANASI MEMBERS

Hrishiraj Majumder, Luna Majumder, Diptangshu Mukherjee, Dipmala Basu

MANASI
Supporting Mankind

KITE FESTIVAL& SPREAD THE SMILE AT UNIVERSAL SMILE

SPECIAL THANKS TO MRS. BAISHALI BANERJEE & MRS. LUNA MAJUMDAR

MANASI
Supporting Mankind

RAKHI UTSAV 2018 ON 25TH AUGUST AT SAUJATYA HOME

MANASI
Supporting Mankind

GENERAL CAMP AT UNIVERSAL SMILE ON 6TH APRIL 2019

MANASI
Supporting Mankind

COLOURS OF LIFE
DEBANJAN GHOSH DASTIDAR

SPACE DONATED BY
SHIBASHIS GHOSH DASTIDAR